Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Ashar 31, 1433 Bangla, July 15, 2026, Wednesday, No. 190, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, creating skilled human resource to increase more employment opportunities for country's youth is a key priority of his government. (R. Today: 23)

Tarique Rahman has announced to provide grants to young startup entrepreneurs up to Tk five crore. (Jago FM: 15)

Home Minister has said, government is continuing its efforts under existing extradition arrangement to bring ousted prime minister Sheikh Hasina back to Bangladesh. (Jago News: 22)

Regarding ongoing HSC and its equivalent examinations, Prime Minister's Adviser on Education has assured that protecting interests of students is government's top priority. (R. Today: 25)

Agriculture Minister has said, government will provide free seeds and fertilizer assistance to farmers affected by flood and landslides. (Jago News: 20)

Information and Broadcasting Minister has directed information officers to use digital platforms to deliver information to public about government's activities at field level, especially during disasters. (Jago News: 24)

State Minister for Social Welfare tells Jatiya Sangsad that government will bring 1.61 crore families under Family Card scheme by 2030. (R. Today: 17)

Government is set to establish $1 billion green dockyard in Matarbari deep seaport area in Maheshkhali upazila of Cox's Bazar. (Jago News: 17)

A Rohingya woman and her daughter have been detained by locals while attempting to cross into India through Netrokona border. (DW: 14)

New Delhi has summoned Iran's ambassador over killing of Indian sailor in Iranian attack on ship in Strait of Hormuz. (BBC: 12)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ৩১, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১৫, ২০২৬, বুধবার, নং- ১৯০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, যুবসমাজের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। (রে. টুডে: ২৩)

স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সহায়তা করার আশ্বাস তারেক রহমানের। (জাগো নিউজ: ১৫)

প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ২২)

চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষাই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। (রে. টুডে: ২৫)

মাঠপর্যায়ে সরকারের কার্যক্রম, বিশেষ করে দুর্যোগকালীন তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য কর্মকর্তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর। (জাগো নিউজ: ২০)

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ১ কোটি ৬১ লাখ পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে । (রে. টুডে: ২৪)

কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা দেবে সরকার। (জাগো নিউজ: ১৭)

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এলাকায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে গ্রিন ডকইয়ার্ড নির্মাণ করবে সরকার। (জাগো নিউজ: ১৭)

বাংলাদেশের নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় এক রোহিঙ্গা নারী ও তার সন্তান আটক। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে ইরানের হামলায় একজন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব নতুন দিল্লির। (বিবিসি: ১২)

বিবিসি

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দাবিতে ঢাকায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই গতকাল সোমবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার ঢাকার কয়েকটি এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পাশাপাশি তারা আরো দুটি দাবি তুলেছে। সোমবার যারা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদের পরীক্ষা নেওয়া এবং বন্যা বা জলাবদ্ধতা পুরোপুরি না কাটা পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে। ঢাকার বাইরেও কয়েকটি জায়গায় পরীক্ষা স্থগিতের দাবিতে বিক্ষোভ হচ্ছে বলেও স্থানীয় গণমাধ্যমে খবর আসছে। মঙ্গলবার সকালে ঢাকার সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। এ সময় ধানমন্ডি থেকে নিউ মার্কেটের দিকে যাওয়ার পথে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এরপর সেখান থেকে বিক্ষোভকারীরা ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দিকে রওয়ানা দেয়। এদিকে, বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উত্তরায় বিএনএস সেন্টারের সামনেও সড়ক অবরোধ করে সেখানকার বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থীরা। এ সময় বিমান বন্দরের দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বৃষ্টির পূর্বাভাসে ভরসা করেই এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি : শিক্ষামন্ত্রী

বৃষ্টির কারণে শিক্ষার্থীদের দাবি সত্ত্বেও এইচএসসির পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা পিছিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অনুকূল পরিস্থিতির তথ্য পাওয়ায় পরীক্ষা নির্ধারিত সময়েই নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। রুমিন ফারহানা বলেন, "টানা বৃষ্টিতে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা এক-দুই দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও, তা করা হয়নি। তিনি প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে কী সমস্যা ছিল।" জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সারা দেশে প্রায় দুই হাজার ৭০০টি কেন্দ্রে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। "চট্টগ্রামে যখন বন্যা হলো, তখন একে একে প্রথম রাঙামাটি, বান্দরবান, পরে খাগড়াছড়ি, এরপরে পুরো বোর্ডের পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে, বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা মনিটরিং করছিলাম। মনিটরিং-এর সময় আমরা ৬৪টি জেলার এসপি, আটটি বিভাগীয় কমিশনার, প্রত্যেকটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইউএনও- সকলের সাথে কথা বলেছি। আমরা ওয়েদারম্যানদের (আবহাওয়া কর্মকর্তা) সাথেও কথা বলেছি। তারা বললো যে, বৃষ্টি হবে না। বিকেল ৫টা পর্যন্ত বসে থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। সকলেই বললো, ওয়েদার ভালো হবে। সেজন্য আমরা পরীক্ষা রেখেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলাম, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের মাঠ পানিতে ভরে গিয়েছে।" তবে কেন্দ্র পানিতে তলিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, মেয়র, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরীক্ষার্থীদের নৌকায় করে একটি পাঁচতলা ভবনে নেওয়া হয় এবং সেখানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও বলেন, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ ছাড়া দেশের অন্য কোথাও এমন পরিস্থিতির কথা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও ইউএনওরা জানাননি। "শুধু কুমিল্লা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা নির্দেশ দিয়েছে, পরীক্ষা দেরিতে শুরু করার জন্য এবং যে মেয়েটির কাপড় ভিজে গিয়েছিল, তার বাড়ি থেকে কাপড় আনা হয়েছে এবং এক ঘণ্টা পরে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং পরীক্ষার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে," যোগ করেন তিনি। এসময় তিনি আরও জানান, বাংলাদেশে পরীক্ষা পরিচালনার বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রশাসন- ডিসি, ইউএনও, পুলিশ দুর্যোগকালীন সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে পারে যে-কোনো স্থানে পরীক্ষা হবে কি, হবে না, পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্তও নিতে পারেন তারা। "আমরা বারবার তাদের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে যে স্যার, আমরা ঠিকমতোই নিচ্ছি।"

এদিকে, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের ছয় ও সাত নম্বর প্রশ্নে ভুল থাকার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকার মাত্র চার মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছে। এই প্রশ্ন তারা করেনি। মন্ত্রীর ভাষায়, "কোয়েশ্চেন মডারেট করার প্রক্রিয়া দুই বছর আগে থেকে শুরু করতে হয়। আমরা এসে কোনো কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারিনি। বিগত সরকারের মডারেটর এই প্রশ্ন করেছে। তবুও আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেছি, ফিজিক্সের ছয় ও সাত নাম্বার প্রশ্নে আমরা ফুল ক্রেডিট (পুরো নাম্বার) দিয়ে দেব।" শেষে তিনি বলেন, "কোমলমতি সন্তানদের জন্য আমাদেরও মায়া রয়েছে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বন্যায় ৫৬ জনের মৃত্যু, আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ১১ হাজার মানুষ

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসে দেশের সাত জেলায় এখন পর্যন্ত ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৯ জন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আশ্রয় প্রদানের জন্য মোট ৩২৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন মোট ১০ হাজার ৮৫৪ জন। মঙ্গলবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে।

চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে তিন জন, বান্দরবানে ছয় জন, কক্সবাজারে ৩১ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। কক্সবাজারে নিহতদের মাঝে স্থানীয় ১৮ জন ও রোহিঙ্গা ১৩ জন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

'ব্যক্তিগত' মন্তব্য নিয়ে সংসদে দুঃখ প্রকাশ শিক্ষামন্ত্রীর

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে নিজের 'ব্যক্তিগত' মন্তব্যে কেউ আহত হয়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে তিনি ঠিক কোন মন্তব্যের কথা বলেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বক্তব্য দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন। সেই ব্যাপারে আমি বলতে চাই, আমি কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলি নাই। যদি কেউ আহত হয়ে থাকেন, সিম্পলি আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।” মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের 'ফার্মের মুরগি' বলে মন্তব্য করেছেন। এদিকে, দুঃখ প্রকাশ করার আগে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “গতকালকে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, হিসাববিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় বৃষ্টি ছিল, অনেকেই ভিজেছে এবং পরীক্ষা সঠিকভাবে দিতে না পারার অভিযোগ এসেছে। আমরা যদিও সবসময় পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ছিলাম। তারপরও শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষা নিয়ে দাবি এসেছে।” শিক্ষামন্ত্রী জানান, বন্যার কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সব জেলার ওইদিনের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে এবং সেসব পরীক্ষা পুনরায় নিতেই হবে। তবে তিনি পুনঃপরীক্ষা কাদের জন্য এবং কীভাবে নেওয়া হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। তিনি বলেন, “আমরা ভেবে দেখেছি যে, আরেকটি প্রশ্নপত্রের সেটে যখন চট্টগ্রাম বোর্ডের পদার্থবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা পরীক্ষা আমরা নিতে যাবো, সেই সময় আমরা এই পরীক্ষা পুনরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো।” (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ নিয়ে যা জানা যাচ্ছে

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলমান রাখার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ ও পরীক্ষা স্থগিতের দাবিতে ঢাকাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও দেখা গেছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পাশাপাশি তারা আরো দুটি দাবি তুলেছে। সোমবার যারা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদের পরীক্ষা নেওয়া এবং বন্যা বা জলাবদ্ধতা পুরোপুরি না কাটা পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার্থীদের 'ফার্মের মুরগি' বলেছেন দাবি করেও তারা প্রতিবাদ করেছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে প্রথমে রাজধানী ঢাকা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে বিক্ষোভ হয়। এ সময় ধানমন্ডি থেকে নিউ মার্কেটের দিকে যাওয়ার পথে যানজটের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে সড়কেই গোল হয়ে বসে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। প্রথমে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা এই সমাবেশের আয়োজন করলে পরে এতে অন্যান্য কলেজের শিক্ষার্থীদেরও অংশ নিতে দেখা গেছে। দেড়টার দিকে ওই স্থান থেকে বিক্ষোভকারীরা সরে গিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান নেন। দুপুর প্রায় ৩টা পর্যন্ত তাদের সেখানে দেখা গেছে।

অন্যদিকে, বেলা সাড়ে ১২টায় উত্তরায় বিএনএস সেন্টারের সামনেও সড়ক অবরোধ করে সেখানকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থী ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। এ সময় বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে, মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রশ্নে পরীক্ষা কেন পেছানো হয়নি এবং প্রশ্নপত্রের ভুল নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, ডিসি, ইউএনও ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে কথা বলে 'বৃষ্টি হবে না' এমন তথ্য পাওয়ার পরে সোমবারের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এদিন সারাদেশে কেবল কুমিল্লার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই বন্যার পানি ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। “সারা বাংলাদেশের ডিসিদের সাথে কথা বলেছি এবং ইউএনওদের সাথে কথা বলেছি। তারা বলেছে যে, কোথাও কোনো দুর্যোগ ঘটেনি। একটিই শুধু কুমিল্লা মহিলা কলেজে ঘটেছে,” বলেন তিনি। এদিকে, সোমবারের পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষায় কঠিন প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলে রাতেই এক গণবিজ্ঞপ্তি দেয় আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জন্য পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে।” উল্লেখ্য, বন্যা ও দুর্যোগময় পরিস্থিতির কারণে শনিবারই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল।

পরীক্ষার্থীদের যে-সব দাবি

সোমবার বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও বন্যার মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেন। কোনো কোনো জায়গায় পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগের বিষয়টি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠে আসলে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বিভিন্ন জনকে পোস্ট করতে দেখা যায় সামাজিক মাধ্যমে। এরপরই মঙ্গলবার রাজধানীর একাধিক পয়েন্টে বিক্ষোভ দেখা যায়। সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সরকারি বাংলা কলেজ, আইডিয়েল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সিটি কলেজ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন। সকালে অবস্থান নিয়ে তাদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা যায়। বিক্ষোভকারী- “তুমি কে, আমি কে, ফার্মের মুরগি, ফার্মের মুরগি”, “দফা এক দাবি এক, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ”- এমন

নানা স্লোগান দিতে শোনা যায়। সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে কয়েকজন পরীক্ষার্থী তাদের ক্ষোভের কথা জানান এবং তাদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। একজন পরীক্ষার্থী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানান। তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, ওনার যে সাংগঠনিক দুর্বলতা। কুমিল্লা শহর পানিতে ডুবে গেছে, আমাদের অনেক ভাই-বোনেরা কুমিল্লায় পরীক্ষা দিতে পারে নাই। এর ওপরে পরীক্ষায় প্রশ্নের প্যাটার্ন হইছে কড়া লেভেলের। পরীক্ষা স্থগিত করা দরকার ছিল এমন পরিস্থিতিতে। আমাদের মেইন দাবি বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হোক।" আরেক শিক্ষার্থী শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বলেন, "এখানে আমরা এসেছি মিলনের পদত্যাগের দাবিতে। কয়েকদিন ধরে দেশে যে দুর্বিসহ অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যেও তিনি ইন্টার (এইচএসসি) পরীক্ষা চালু রেখেছেন। যেখানে সারা বাংলাদেশ ডুবে গিয়েছে, সেখানে তিনি পরীক্ষা চালু রেখেছেন। কালকে দেখেছি, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় একজন পরীক্ষার্থী ড্রেনে পড়ে গেছেন। আমাদের দফা এক, দাবি এক, তার পদত্যাগ চাই।" একপর্যায়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরির এই সমাবেশে পরীক্ষার্থীদের কিছুসংখ্যক অভিভাবককেও অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। একটি গণমাধ্যমে একজন অভিভাবক নিজেকে পরীক্ষার্থীর মা উল্লেখ করে তাদের দাবির সাথে শরিক হয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, "এই বিরূপ পরিস্থিতি, বিরূপ প্রকৃতি, বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। খুব বেশি সময় আমাদের বাচ্চারা পায়নি। তারপরে যখন পরীক্ষা হচ্ছে, তার কয়েকদিন আগেও বলেছে, যদি কোনো জায়গায়, কোনো কেন্দ্রে সমস্যা হয়, তাহলে সারা বাংলাদেশের পরীক্ষা আবার নেওয়া হবে, যেহেতু অভিন্ন প্রশ্নপত্রের কথা বলেছে।" তিনি দাবি করেন, সোমবারের পরীক্ষায় **১৯** হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়নি। এই দায় রাষ্ট্রের বলে উল্লেখ করেন তিনি। "প্রশ্নে ভুল, যাতায়াত ব্যবস্থায় সমস্যা। গতকালের কথা শুধু বলি, **১৯** হাজার বাচ্চা পরীক্ষায় বসতে পারেনি। এই দায় কার? এই দায় রাষ্ট্রের, এই দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, এই দায় অবিবেচকের মতো নেওয়া সিদ্ধান্তের। আমি এটার প্রতিবাদ জানাতে একজন মা হিসেবে শরিক হয়েছি আমার সন্তানদের সাথে।" প্রায় দুই ঘণ্টা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থানের পর সেখান থেকে উঠে বিক্ষোভকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে তারা টিএসসিগামী ওই সড়কেই অবস্থান নেন। সেখান থেকে দুপুরের দিকে বিক্ষোভকারীরা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে প্রায় ঘণ্টাখানেক অবস্থান করেন। এদিকে, একই সময়ে উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল ও কলেজ, টঙ্গী সরকারি কলেজ এবং সানরাইজ কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিতে দেখা গেছে। তবে, দুই জায়গাতেই অনেককে আইডি কার্ড ছাড়াই অবস্থান নিতে দেখা গেছে। এ সময় তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এই রিপোর্ট লেখার সময় তারা উত্তরায় সড়ক অবরোধ করে রেখেছিল। এছাড়া ঢাকার বাইরে বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, সুনামগঞ্জেও বিক্ষোভে খবর দিয়েছে বাংলাদেশের পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো। এছাড়া বরিশালের বিভিন্ন কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সোমবারের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ১৯ হাজারের বেশি

নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন **১২** লাখ **৭০** হাজার **৫৮৩** জন। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, সিলেটসহ নয়টি শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বোর্ডের সোমবারের পরীক্ষায় সারাদেশে **১৯** হাজার **৫৯২** জন অনুপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সোমবার নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্র, হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র পরীক্ষায় মোট **১১** হাজার **৭২৯** পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কারিগরি বোর্ডের অধীনে অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ব্যবসায় সংগঠন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন দুই হাজার **৬৯৩** পরীক্ষার্থী। আর মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় পাঁচ হাজার **১৭০** জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী যা বলছেন

এদিকে, সারাদেশে মঙ্গলবার এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে আন্দোলনের কথা তুলে ধরে জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন- পরীক্ষা কেন পেছানো হয়নি। একইসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুইটি প্রশ্নে ভুল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানান, আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ সকলের সাথে আলোচনা করে 'বৃষ্টি হবে না' এমন তথ্য পাওয়ার পরে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তিনি জানান, সারা বাংলাদেশে ৬৪ জেলায় একত্রে প্রায় ২৭০০ সেন্টারে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। চট্টগ্রামে বন্যার খবর পাওয়ার পর এক এক জেলা করে পর্যায়ক্রমে পুরো বোর্ডের পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। "আমরা লক্ষ্য করছিলাম বৃষ্টি হচ্ছিল এবং মনিটরিং করছিলাম। সেইসাথে মনিটরিং-এর সময় ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার বা এসপি, আটটি বিভাগীয় কমিশনার ও প্রতিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ইউএনও প্রত্যেকের সাথে কথা বলেছি। ওয়েদার ম্যান ব্রডকাস্টিং-এর জন্য তাদের সাথেও কথা বলেছি। তারা বললো যে, বৃষ্টি হবে না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমরা বসে থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সকলেই বললো ওয়েদার ভালো হবে, সেজন্য আমরা পরীক্ষা রেখেছি," বলেন তিনি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিক্ষামন্ত্রী কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের মাঠ পানিতে ভরে গেছে বলে দেখতে পান। তিনি সংসদে জানান, তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনকে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। পরে পরীক্ষার্থীদেরকে নৌকায় করে ওই স্কুলের পাঁচতলা ভবন নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী মি. মিলন জানান, সারা বাংলাদেশের ডিসি এবং ইউএনওরা তাকে শুধু কুমিল্লা মহিলা কলেজের ঘটনা ছাড়া কোথাও কোনো দুর্যোগ ঘটেনি বলে জানায়। একইসঙ্গে, পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মডারেটরের ওপর দায় চাপান। "ফিজিক্সের ছয় ও সাত প্রশ্ন দুটি ভুল হয়েছে। আমরা দায়িত্ব পেয়েছি মাৎর চার মাস। আগের কোয়েশ্চেন মডারেটর কোয়েশ্চেন করেছিল। আপনি জানেন যে, কোয়েশ্চেন মডারেট করতে হলে এই প্রক্রিয়াটি দুই বছর আগে শুরু করতে হয়। আমরা এসে কোনো কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারিনি। বিগত গভর্নমেন্টের যে মডারেটর ছিল, তারাই কোয়েশ্চেন করেছে," বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবুও তাৎক্ষণিকভাবে ওই দুটি প্রশ্নে পুরো নম্বর দেওয়া ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী মি. মিলন। কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "একটি জায়গায় শুধু কুমিল্লা সরকারী মহাবিদ্যালয় এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং সেখানে পরীক্ষা সুন্দর হয়েছে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি, পরীক্ষা বিলম্বতে শুরু করার জন্য এবং যেই মেয়েটির কাপড় ভিজে গেছে বাড়ি থেকে কাপড় আনা হয়েছে, এক ঘণ্টা পরে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং পরীক্ষার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী কেবল একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ভোগান্তির কথা উল্লেখ করলেও সোমবার দেশের অনেক জায়গায়ই পরীক্ষা কেন্দ্রে বন্যার পানি ছিল বলে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে। একইসঙ্গে, এ ধরনের দুর্যোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ডিসি ও ইউএনওদের হাতে থাকে বলেও জানান মন্ত্রী। "জাতিকে জ্ঞাতার্থ করতে চাই যে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের যে সিস্টেম রয়েছে, সেখানে লোকাল যে গভর্নমেন্ট রয়েছে, ডিসি হতে, ইউএনও হতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেবেন পরীক্ষা নেওয়া যাবে কী, যাবে না। যদি তারা মনে করেন, দুর্যোগ তাহলে পরীক্ষা বন্ধও করতে পারেন," বলেন শিক্ষামন্ত্রী মি. মিলন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমরা বারবার কথা বলেছি, তারা বলেছে, না স্যার আমরা ঠিকমতোই নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, বৃষ্টির পানি কোথায় কোথায় ছিল, সেগুলো আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। কোমলমতী সন্তানদের জন্য আমাদেরও মায়া রয়েছে। সেইজন্য আমরা সবসময় মনিটরিং করি।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

শেখ হাসিনার 'দেশে ফেরার' বাস্তবতা কতটা?

ডিসেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণা বেশ আলোড়ন তুলেছে রাজনীতির মাঠে। এনিয়ে ইতোমধ্যেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। কিন্তু একদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় খোদ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যক্রমও নিষিদ্ধের মতো প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনার ফিরতে পারার মতো পরিস্থিতি আদৌ কতটা রয়েছে, তা নিয়েও আছে নানা ধরনের আলোচনা। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ব্যাপক জনরোষের মুখে দেশ ছাড়তে হয়েছিল আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতাকে। দুই বছর পর এসে সেই পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হওয়ার কোনো নজির নেই। ফলে শেখ হাসিনা জনগণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে যে কথা বলছেন, তার জোরালো ভিত্তি নেই বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতাই দলটির রাজনীতিতে ফেরার একমাত্র উপায় বলে মত তাদের। এছাড়া শেখ হাসিনা যে সময়সীমা দিয়েছেন, তা আসতে এখনও আরও পাঁচ মাস বাকি। ফলে তার দেশে ফেরার এই দাবি অনেকের ভাষ্যমতে, কেবলই 'রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি', নাকি আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে সক্রিয় করার কৌশল, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

শেখ হাসিনার ফেরার ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিস্থিতি 'সম্পূর্ণ বৈরি'

গত বছরের নভেম্বরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার আগে একই বছরের মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আওয়ামী লীগ এবং এর সব সহযোগী ও অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠনের পর জাতীয় সংসদেও সেই অধ্যাদেশ অনুমোদন হয়। স্বাভাবিকভাবেই দেশের ভেতরে দলটির কার্যক্রম চালানো আইন অনুযায়ী সম্ভব নয়। ফলে তার বাংলাদেশে ফেরার মতো পরিস্থিতি কি আদৌ তৈরি হয়েছে? সিনিয়র সাংবাদিক ও বিশ্লেষক মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জুর মতে, "বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে" ক্ষমতাচ্যুত হওয়া আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই দেশের বাইরে। এছাড়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় যেমন দলটির তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়, একইসাথে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে চলা মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার দিকটি মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিকে 'সম্পূর্ণ বৈরি' বলেই মনে করছেন তিনি। "বর্তমান পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের জন্য এবং শেখ হাসিনার ফেরার জন্য খুবই খুবই প্রতিকূল," বলেন মি. মঞ্জু। এছাড়া, প্রায় দুই বছর আগে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই এর সাথে জড়িত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হারে মামলা ও গ্রেফতারের খবর এসেছে গণমাধ্যমে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশের ভেতরে থাকা অনেক নেতা-কর্মীই এখনও আত্মগোপনে রয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন সময় দলকে সক্রিয় করতে বের করা ঝটিকা মিছিল থেকেও

আটক হয়েছেন অনেকে। এমন প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার দাবি আদৌ কতটা বাস্তব, উঠছে সে প্রশ্নও। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. সাব্বীর আহমেদ বলেন, "শেখ হাসিনার ফেরা আর আওয়ামী লীগের ফেরা দুটো আলাদা জিনিস।" আইন করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করায় দলটিকে রাজনীতির মাঠে ফিরতে হলে আইনি মোকাবিলার মাধ্যমেই ফিরতে হবে। কিন্তু শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে বিচারের আওতায় আনার দাবির বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই সরব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। ফলে শেখ হাসিনা আসলে তাকে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই বলেই মত অধ্যাপক আহমেদের। এছাড়া গণমাধ্যমে সরাসরি নিজেই ফেরার কথা জানানোর 'অন্তর্নিহিত তাৎপর্য' আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, "দেশে ফেরার ক্ষেত্রে উনি হয়ত ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে একটা চাপ সরকারের ওপর ক্রিয়েট করতে পারেন।"

দরকার সমঝোতার রাজনীতি

গণ-অভ্যুত্থানের সময় আন্দলনকারীদের ওপর গুলি বর্ষণসহ নানা কারণে জনরোষের মুখে পড়েছিলেন শেখ হাসিনা। অনেকের মতে, প্রাণ বাঁচাতে সেসময় দেশ ছাড়তে হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। দুই বছর পর এসে সেই পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হওয়ার কোনো উদাহরণ নেই। ফলে রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা জনগণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে যে কথা বলেছেন, তার জোরালো ভিত্তি নেই বলেও মনে করছেন অনেকে। তারা বলছেন, এমন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সমঝোতাই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরার একমাত্র উপায়। কিন্তু তা করতে হলে যে উপায়ে দলটির নেতা-কর্মীদের এগোতে হবে, তার একেবারে ভিন্ন দিকে তারা হাঁটছেন বলেই মত বিশ্লেষকদের। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতি সরাসরি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বলে মনে করেন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ, যার একটি আওয়ামী লীগপন্থি আর অন্যটি আওয়ামী লীগবিরোধী। "পুরো এন্টি আওয়ামী লীগ গ্রুপটা আওয়ামী লীগকে ফেরত চায় না। এখন তাদেরকেতো আপনার চাওয়াইতে হবে। আপনি ফিরতে হলেতো এদের সাথে থাকতে হবে। তারা যদি আপনাকে দাঁড়াইতে না দেয়, তাহলে আপনি কীভাবে আসবেন? কীভাবে আপনি রাজনীতি করবেন?," বলছিলেন তিনি।

এছাড়া, বাংলাদেশে দলটির ৩০ শতাংশ অনুগত সমর্থক আছে বলে ধরে নিলেও বাকি ৭০ শতাংশ তাদের বিরুদ্ধে আছে। ফলে 'অস্তিত্ব সংকটে' থাকায় সেই ৩০ শতাংশ এই মুহূর্তে একত্রিত হয়েও শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে পারার বাস্তবতা নেই বলে মনে করেন এই রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক আহমেদ। "স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরতে হলে সমঝোতার রাজনীতিতে আসতে হবে। কিন্তু কখন কীভাবে সেই রাজনীতিটা হবে, সেটা সময় বলে দেবে," বলেন অধ্যাপক আহমেদ। অবশ্য আছে ভিন্নমতও। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু বলছেন, শেখ হাসিনার ফিরতে চাওয়ার পরিকল্পনা তার 'রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ'। "সবকিছু অনুকূল হয়ে যাবে, প্রস্তুত হয়ে যাবে, তারপর আন্দোলন হবে, তা নয়। আন্দোলনতো ধারাবাহিক। তিনি যদি এই ডিসেম্বরে না আসতে পারেন, পরিস্থিতি হয়ত এমন হলো যে, তিনি আসতে পারলেন না, তিনি আরেকটা তারিখ দিলেন, সেটাও হচ্ছে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা," বলছিলেন তিনি। এমনকি গত দুই বছরে মুক্তিযুদ্ধের ওপর যেভাবে আঘাত এসেছে, সেখান থেকে জনসাধারণের অনেকের কাছেই শেখ হাসিনার যে-সব রাজনৈতিক ভুল ছিল, সেগুলোর গুরুত্ব কমে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

যেতে হবে আইনি পন্থায়

শেখ হাসিনার ফেরার পরিকল্পনা গণমাধ্যমে আসার পরপরই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, "আমি মনে করি না, এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু। এটা মূলত একটা প্রোপাগান্ডার অংশ। শেখ হাসিনা যদি, দেশে ফিরে কেবল ফিরবে ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার জন্য।" এদিকে, শেখ হাসিনা "আসছেন না, আসতে পারবেন না" বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. আসাদুজ্জামান রিপন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সারাদেশে ৬৬৩টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে কেবল হত্যা মামলাই হয়েছে ৪৫৩টি, যার একটিতে তাকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ। ফলে আইনত আওয়ামী লীগের এই নেতা দেশে ফেরা মাত্রই গ্রেফতার হবেন। যদিও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলছেন, ভারতে নির্বাসিত শেখ হাসিনা দণ্ডপ্রাপ্ত। "ভারত সরকার তাকে দিতে পারে, না-ও দিতে পারে। সো উনি স্বাধীনভাবে এসে আত্মসমর্পণ করবেন, এটা আমার মনে হয় ঠিক না," বলেন তিনি। যদিও আইনজ্ঞরা বলছেন, রায় হওয়ার পর আপিলের নির্ধারিত সময় পার হলেও শেখ হাসিনা যখনই বাংলাদেশে ফিরে আসেন না কেন, আত্মসমর্পণ করে সাজার রায়ের বিরুদ্ধে তার আপিল করার সুযোগ আছে। মি. মঞ্জুরের মতে, শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে অতি দ্রুত বিচারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক মহলেও গ্রহণযোগ্য হয়নি। একইসাথে এই আদালতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে শেখ হাসিনা যে চ্যালেঞ্জ করেছেন, সেই প্রশ্ন আন্তর্জাতিকভাবেও আছে। অন্যদিকে অধ্যাপক আহমেদ বলছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরার পর প্রথমেই তাকে আইনি লড়াইয়ে যেতে হবে। "দলের নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে মামলা করতে হবে। এই মুহূর্তে সরকারতো ওই উদ্যোগে যাবেই না। তাকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে বলেও আমার মনে হয় না," বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

জলাবদ্ধতা, বন্যা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে কোন রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি?

টানা কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি হলেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও জনপদে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। কোথাও দিনের পর দিন সড়কে পানি জমে থাকে, কোথাও আবার দীর্ঘ সময় ধরে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বিরাজ করে। অন্যদিকে, বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পাশাপাশি নদীগুলোয় উজানের পানির ঢলে দেশের অনেক এলাকায় বন্যা দেখা দেয়, দিনের পর দিন পানিবন্দি হয়ে থাকতে হয় বহু মানুষকে। এমন দুর্যোগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভোগান্তি, দুর্ভোগের পাশাপাশি বাড়ে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। সড়কে, বাড়িঘরে, স্কুলে জমে থাকা ওই পানি, অতিরিক্ত আর্দ্র পরিবেশ এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ খাবার পানির সংকটের মতো নানাবিধ কারণে বর্ষাকালে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সময়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা থাকে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ এবং কিছু ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস ‘এ’ এবং ‘ই’-এর মতো পানিবাহিত সংক্রমণের। তবে সব রোগের কারণ এক নয়। এগুলোর কোনোটি দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে ছড়ায়, কোনোটি মশাবাহিত, আবার কোনোটি দীর্ঘ সময় স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থাকার কারণে। তাই জলাবদ্ধতা বা বন্যার মতো পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে হলে শুধু রোগের নাম জানলেই হবে না, জানতে হবে কোন রোগ কী কারণে হয়, কারা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন এবং কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের সতর্কতা নিলে, সেই ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

কী কী রোগ হতে পারে?

জলাবদ্ধতা বা বন্যার সময় মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিকে মূলত দুইভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) সাবেক উপদেষ্টা ডা. মুশতাক হোসেন। তার মতে, প্রথমত ঝুঁকি তৈরি হয় বিশুদ্ধ পানি, নিরাপদ খাবার এবং স্যানিটেশনের সংকট থেকে। বন্যার সময় চারপাশে পানি থাকলেও, তা অনেক ক্ষেত্রেই পান করার উপযোগী থাকে না। একইসঙ্গে খাবার ও পানির উৎস দূষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, “চারদিকে অনেক পানি আছে, কিন্তু খাবার মতো পানি নেই। এটাই বন্যার সময় সবচেয়ে বড়ো জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর একটি।” ফলে নিরাপদ পানি ও খাবার নিশ্চিত করা না গেলে ডায়রিয়া, কলেরাসহ বিভিন্ন খাবার ও পানিবাহিত রোগ দ্রুততম সময়ের মাঝেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। ডায়রিয়া বা উদরাময় মূলত পেটের একটি অসুখ। সাধারণত দূষিত পানি বা পঁচা খাবার থেকে ডায়রিয়া হয়ে থাকে। ডায়রিয়া হলে খুব দ্রুত শরীর থেকে পানি এবং ইলেক্ট্রোলাইট (খনিজ লবণ) বের হয়ে গিয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি দেখা দেয়। বিশেষ করে, ডায়রিয়ায় শিশুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ২৪ ঘণ্টায় তিন বা তার বেশিবার পাতলা পায়খানা হলে সেটিকে সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। শুরুর দিকে বমি হয়ে থাকে। এছাড়া থাকে পেট কামড়ানো- এগুলো ডায়রিয়ার মূল লক্ষণ। এদিকে, কলেরা হলো ডায়রিয়াজনিত একটি সংক্রামক রোগ, যা দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে ছড়ায়। অর্থাৎ, সব ডায়রিয়া কলেরা নয়, তবে কলেরার প্রধান লক্ষণ হলো তীব্র ডায়রিয়া।

কলেরার জন্য দায়ী একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া। কলেরার জীবাণুতে আক্রান্ত হলে শরীরে ডায়রিয়া দেখা দেয় ও রোগী ক্রমাগত বমি করতে পারে। এছাড়া, শরীরেও নানা লক্ষণ দেখা দেয়। বিশেষ করে, রোগী বারবার বমি ও মলত্যাগ করতে থাকে। রোগী পানির তৃষ্ণা বেড়ে যেতে পারে। আবার দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া কিংবা হার্টবিট বেড়ে যেতে পারে অনেকের। আবার অনেক রোগীর রক্তচাপও কমে যেতে দেখা যায়। আর কারও অবস্থা জটিল হয়ে গেলে কিডনি ফেইলিউর হলে, শকে চলে গেলে বা প্রস্রাব কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা গেলে মাইক্রো বায়োলজিক্যাল পরীক্ষার দরকার হয়। কলেরা হলে চিকিৎসকরা বলেন, রাইস ওয়াটার স্টুল। অর্থাৎ, চাল-ধোয়া পানির মতো দেখতে পাতলা পায়খানা হবে প্রচুর পরিমাণে। কলেরার অন্যতম প্রধান লক্ষণ, আক্রান্ত রোগী বারবার বাথরুমে যাবে। অনেকের দিনে ২০ থেকে ২৫ বারও বাথরুমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হতে পারে। অনেক সময় রোগীর আর শক্তি থাকে না বাথরুমে আসা যাওয়ার মতো। কলেরায় খুবই দ্রুত শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে রোগী দ্রুত নিস্তেজ হয়ে যাবেন এবং শকে চলে যাবেন। মুশতাক হোসেন বলেছেন, “কলেরা ও ডায়রিয়া আলাদা ভাইরাসের কারণে হলেও লক্ষণ প্রায় একই। দুই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরে পানিশূন্যতা ঠেকানো।” আর এজন্য রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব ওরস্যালাইন (ওআরএস) খাওয়ানো, পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি পান করা এবং গুরুতর লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধরনের ঝুঁকি আসে বন্যা বা জলাবদ্ধতার কারণে তৈরি হওয়া দুর্ঘটনা ও পরিবেশগত কারণে। এ সময় শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। পানিতে আশ্রয়স্থল ডুবে যাওয়ায় সাপ লোকালয়ে চলে আসে, ফলে সাপের কামড়ের ঘটনাও বাড়তে পারে। এ ছাড়া, জলাবদ্ধতার পানিতে হাঁটার সময় কাচ, টিন বা কোনো ধারালো বস্তুর আঘাতে পায়ে ক্ষত হতে পারে, যা দ্রুত পরিষ্কার ও চিকিৎসা না করা হলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। টিটেনাসের টিকা নেওয়া না থাকলে ধনুষ্টংকারের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি।

বন্যার পরে যে-সব রোগ দেখা দিতে পারে

বন্যা বা জলাবদ্ধতাজনিত আরও কিছু স্বাস্থ্যসমস্যা আছে, যা ডায়রিয়া ও কলেরার মতো সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না। কিছু রোগ কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পর প্রকাশ পেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টাইফয়েড এবং হেপাটাইটিস ‘এ’ ও ‘ই’ (জন্ডিস)। বাংলাদেশে পানি ও খাদ্যবাহিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এই টাইফয়েড। এর প্রধান লক্ষণ হলো- দীর্ঘদিন জ্বর, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, পেটব্যথা, ক্ষুধামন্দা এবং কখনও ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য। সময়মতো

অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা না হলে জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই রোগের জটিলতায় শিশুর মস্তিষ্কে প্রদাহ, হেপাটাইটিস, পিত্তথলিতে প্রদাহ, অন্ত্র ছিদ্র হয়ে যাওয়া, অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। অন্ত্রে রক্তক্ষরণ হলে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় চার লাখ ৭৮ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন এবং এতে প্রায় আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, যাদের ৬৮ শতাংশই শিশু। টানা বৃষ্টিপাতের কারণে তৈরি হওয়া জলাবদ্ধতার কারণে হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' সংক্রান্ত রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি প্রায় বন্যা বা জলাবদ্ধতা কবলিত এলাকায়। হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' অন্যান্য হেপাটাইটিসের মতো মারাত্মক নয়। কেউ হেপাটাইটিস 'বি' অথবা 'সি' আক্রান্ত হলে যতটা মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হয়, এই দুই হেপাটাইসিসের কারণে তা হয় না। তবে গর্ভবতী মায়েদের জন্য হেপাটাইটিস 'ই' বেশ ক্ষতিকর হতে পারে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে জন্ডিসের মতোই লক্ষণ দেখা যায়। খাওয়ায় অরুচি, বমি করা, চোখ হলুদ হওয়া, গায়ের রঙ হলুদ হওয়া, প্রস্রাব অতিরিক্ত হলুদ হওয়া ইত্যাদি। এসব লক্ষণ দেখা দিলে শুরুতে জন্ডিসের পরীক্ষা করা হয়। তারপর কোন ধরনের হেপাটাইটিস, তা জানার জন্য পরীক্ষা চালানো হয়। এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় নিরাপদ পানির ব্যবহার। পাশাপাশি, তৈজসপত্র ধোয়া, গোসল করা এবং অন্যান্য ব্যবহারের পানিও যেন বিশুদ্ধ হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। জলাবদ্ধতা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে বসবাসের ফলে চর্মরোগের ঝুঁকিও তৈরি হয়। কারণ অনেক সময় মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে গাদাগাদি করে তিন বা তিনদিনের বেশি সময় ধরে থাকতে হয়। তখন একজনের থেকে আরেকজনের চর্মরোগ হতে পারে।

ডা. মুশতাক হোসেন বলছিলেন, "চর্মরোগ যদি সাথে সাথে অ্যাড্রেস না করা হয়, সেখান থেকে কিডনির সমস্যা হতে পারে। যেমন, যদি কারও স্ক্যাবিস থাকে এবং সে হাত দিয়ে ভাত খায়, তাহলে কিডনির ভেতরে সেই ইনফেকশন যায়। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে না পারলে এই স্ক্যাবিসসহ বিভিন্ন চর্মরোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।" উল্লেখ্য, 'স্ক্যাবিস' একটি প্যারাসাইটিক বা পরজীবী চর্মরোগ। যে স্থান ঘনবসতিপূর্ণ, যেমন- বস্তি এলাকা, হোস্টেল- যেখানে অনেকে একসঙ্গে থাকেন, সেখানে স্ক্যাবিস বেশি হয়। 'স্ক্যাবিস' হয়েছে এমন কারো সরাসরি সংস্পর্শ, আক্রান্ত ব্যক্তির জামা-কাপড়, বিছানা, তোয়ালেসহ ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে জীবাণু একজন থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়ায়। এছাড়া, কারও ত্বকে সংক্রমণ বা ফোঁড়া থাকলেও, তা অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। আশ্রয়কেন্দ্রে দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যাও বাড়তে পারে বলে জানান ডা. হোসেন। বন্যা বা জলাবদ্ধতায় নারী-পুরুষ যে কেউ ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আক্রান্ত হতে পারেন। ইউটিআই মানে হলো মূত্রতন্ত্রের (কিডনি, মূত্রনালী, বা মূত্রথলি) যে-কোনো অংশে ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ। তবে নারীরাই সাধারণত এতে বেশি আক্রান্ত হন। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. হোসেন বলছিলেন, "নিরাপদ টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকলে, বিশুদ্ধ পানি না খেলে, হাইজিন মেন্টেন না করতে পারলে, টয়লেট চেপে রাখলে ইউটিআই হতে পারে।" তবে বন্যার মতো দুর্যোগের সময় মানুষের পাশাপাশি অনেক পশু-পাখিও আশ্রয়কেন্দ্রে থাকে। "আর সেখান থেকে প্রাণীবাহিত রোগ অ্যানথ্রাক্স হতে পারে," যোগ করেন তিনি। জলাবদ্ধতার সময় লেপ্টোস্পাইরোসিস নামের একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ঝুঁকিও থাকতে পারে। ইঁদুর বা অন্য প্রাণীর প্রস্রাবে দূষিত পানির সংস্পর্শে এ রোগ ছড়ায়। শরীরে কাটা বা ক্ষত থাকলে বা চোখ, নাক বা মুখের মাধ্যমে জীবাণু সহজে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তবে বন্যার সময় ডেঙ্গুর ঝুঁকি নিয়ে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকেই মনে করেন, বন্যার সময় মানুষ বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে মুশতাক হোসেন বলেন, বর্ষায় এডিস মশা বাড়ে না। বরং, বন্যার পানিতে এডিস মশার ডিম ও লার্ভা ভেসে যেতে পারে। কিন্তু পানি নেমে যাওয়ার পর, রোদ উঠলে বিভিন্ন জায়গায় পরিষ্কার পানি জমে থাকলে সেখানে এডিস মশা বংশবিস্তার শুরু করতে পারে।

কারা সবচেয়ে ঝুঁকিতে, কী করবেন?

বন্যা বা জলাবদ্ধতার সময় সবার স্বাস্থ্যঝুঁকি এক রকম নয়। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীরা এবং সেইসাথে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা হাঁপানির মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। তাই, জ্বর, পেশিব্যথা, ডায়রিয়া বা অন্য কোনো গুরুতর উপসর্গ দেখা দিলে তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। গর্ভবতী নারীদের, বিশেষ করে যাদের প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাদের জন্য দ্রুত নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্রে এমন পরিবেশ থাকতে হবে, যাতে মায়েরা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করাও জরুরি, কারণ সেটির ওপর শিশুর পুষ্টিও নির্ভর করে। এ ছাড়া ছয় মাস থেকে দুই বছর বয়সি শিশুদের জন্য বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাই ত্রাণ বিতরণের সময় শিশুখাদ্য ও তা নিরাপদভাবে প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন ডা. মুশতাক হোসেন। এছাড়া, নিরাপদ টয়লেট, বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। এসবের অভাব হলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (ইউটিআই)-এর ঝুঁকি বাড়তে পারে। "বিশেষ করে, বন্যার সময় পিরিয়ড হলে নারীদেরকে পরিচ্ছন্নভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। ত্রাণ বিতরণের সময় এটাও নিশ্চিত করতে হবে," যোগ করেন তিনি। সেইসাথে, যাদের শরীরে কাটা বা ক্ষত রয়েছে এবং যাদেরকে দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধ পানিতে থেকে কাজ করতে হয়, তাদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে সাধারণত। এছাড়া, যতটা সম্ভব জলাবদ্ধতার পানি এড়িয়ে চলতে হবে। পানিতে নামতে হলে পরে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেলতে

হবে, ভেজা জুতা বা মোজা দ্রুত বদলাতে হবে এবং শরীরে কাটা বা ক্ষত থাকলে তা ঢেকে রাখতে হবে বা সম্ভব হলে দূষিত পানির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রামে একের পর এক চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র হামলার নেপথ্যে কারা?

বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামে চাঁদার টাকা না দেওয়ায় দিনেদুপুরে একটি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, জড়িতদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে গত সোমবার দুপুরের ওই হামলার ঘটনার পর থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে নগরীর ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের মধ্যে। হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় না আনলে চট্টগ্রামে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। "চাঁদার টাকা না দেওয়ার কারণে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে-দিবালোকে যেভাবে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে, সেটা খুবই উদ্বেগের। এ ঘটনার পর আমাদের কর্মীদের মধ্যে অনেকে অফিসে আসতে ভয় পাচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের আহ্বায়ক রাজিব শাহরিয়ার রুবেন্স। "এ অবস্থায় অপরাধীদের ধরা না হলে এবং প্রশাসন আমাদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে, চট্টগ্রামে ইন্টারনেট সেবা চালু রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না," বলেন মি. রুবেন্স। গত কয়েক মাসে চট্টগ্রামে একাধিক ব্যবসায়ীর কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রাণনাশের হুমকি থাকায় তাদের একজনের বাসায় পাহারাও বসিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু সেই পাহারার মধ্যেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে মোস্তাফিজুর রহমান নামের ওই ব্যবসায়ীর বাসা লক্ষ্য করে সাব মেশিনগান, চায়নিজ রাইফেল, শর্টগান এবং পিস্তল দিয়ে এক ডজনেরও বেশি গুলি ছোঁড়া হয়। "ওই ঘটনার পর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে আমাদের অফিসে হয়ত হামলার ঘটনা ঘটতো না," বলছিলেন সোমবার দুপুরে হামলার শিকার ইন্টারনেটসেবা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ডট নেটের (ডিডিএন) অন্যতম পরিচালক রিদোয়ানুল কবির। পুলিশ অবশ্য বলছে যে, তারা হামলাকারীদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে। "সিসিটিভির ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের বেশ কয়েকজনের পরিচয় আমরা ইতোমধ্যেই পরিচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অভিযান শুরু হয়েছে। আশাকরি, শিগ্গিরই সবাইকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে," বলেন চট্টগ্রামে মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হাবিবুর রহমান। কিন্তু একের পর এক এসব চাঁদাবাজির ঘটনার নেপথ্যে আসলে কারা? পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারছে না কেন?

কী ঘটেছিল সোমবার?

চাঁদা না দেওয়ায় গত ১৩ জুলাই দুপুরে ডিজিটাল ডট নেট নামে যে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে, সেটির কার্যালয় নগরীর চকবাজার থানার চন্দনপুরা-বাকলিয়া এক্সেস সড়কের পাশে একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির সিসিটিভি ক্যামেরা হামলার পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সোমবার বেলা ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ২০ থেকে ৩০ জনের একদল ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা হাতে ডিডিএনের কার্যালয়ের সিড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে। তাদের বেশিরভাগই বয়সে তরুণ, মুখে ছিল মাস্ক পরা। প্রতিষ্ঠানটিতে ঢুকেই প্রথমে কার্যালয়ের কাঁচের দরজা, তারপর কর্মীদের কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ অন্যান্য আসবাসপত্র ভাঙচুর করতে থাকে। আকস্মিত এই হামলার ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দ্রুত অফিস থেকে বের হয়ে যান। তারা বের হয়ে যাওয়ার পরও হামলাকারীরা অফিসে ভাঙচুর ও লুটপাট অব্যাহত রাখে। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে চলা ওই হামলার সময় ডিডিএনের অন্যতম পরিচালক রিদোয়ানুল কবির অফিসের বাইরে ছিলেন। কর্মীদের কাছ থেকে হামলার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তিনি। "আমি এসে দেখি, তারা পুরো অফিস তছনছ করে ফেলেছে। মোবাইল, ল্যাপটপসহ বেশকিছু মূল্যবান জিনিসপৎর নিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে, নগদ ত্রিশ লাখও নিয়ে গেছে, যা মূলত কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য তুলে রেখেছিলাম," বলেন মি. কবির। সোমবারের ওই ঘটনায় সবমিলিয়ে প্রায় ৯০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির এই পরিচালক।

'ওয়েট অ্যান্ড সি'

হামলার দু-দিন আগে ডিডিএনের আরেক পরিচালক আদিল বিন মামুনের কাছে বিদেশি একটি নাম্বার থেকে ফোন করে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়। "ফোন যিনি দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে ডেভিড ইমন নামে পরিচয় দেন। বলেন, ব্যবসা করতে হলে এককালীন দুই কোটি, এরপর প্রতিমাসে ১০ লাখ করে টাকা চাঁদা দিতে হবে," বলছিলেন মি. কবির। টেলিফোনে তাদের কথোপকথনের একটি অডিও ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে চাঁদা দাবি করা ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের সম্পর্কে না জানলে বেশিদূর যাইতে হবে না, আপনি পুলিশ কমিশনার থেকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। দুই কোটি টাকা রেডি রাখিবেন, আর প্রতিমাসে দল লাখ করে দেবেন। তাহলে আপনি ব্যবসা কইরেন, না হলে কইরেন না।" চাঁদার টাকা দেওয়ার জন্য দুইদিন সময়ও বেঁধে দেন তিনি। এর মধ্যে টাকা না দিলে ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমানের বাসার মতো তাদের উপরেও হামলা করা হবে বলে হুমকি দেন মি. ইমন। এ ঘটনার পরদিন বাংলাদেশি একটি নম্বর থেকে আরেক ব্যক্তি ফোন করে চাঁদার টাকা চান। সেসময় চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রোববার মধ্যরাতে আগের বিদেশি নম্বরটি থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয়। সেখানে লেখা ছিল- "ওয়েট অ্যান্ড সি" (অপেক্ষা করুন, দেখবেন)। শুরুতে এই হুমকির প্রতি গুরুত্ব দেয়নি মালিকপক্ষ। "এরকম

হুমকি-ধামকি তো আমরা মাঝেমধ্যেই পাই। কিন্তু সেগুলোকে আগে পাত্তা দিই নাই। কিন্তু এবার যা ঘটলো, সেটা চিন্তাও করিনি," বলেন ডিডিএনের পরিচালক। ঘটনার পরদিন কর্মীদের কেউ কেউ অফিসটিতে আসলেও পুরোদমে কার্যক্রম শুরু হয়নি। "আসলে সবার ভেতরে ভয় ঢুকে গেছে। এজন্য আমরা পুলিশের কাছে লোক চেয়েছি নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এখনও কাউকে পাহারায় পাঠানো হয়নি," মঙ্গলবার দুপুরে বলেন মি. কবির।

হামলার পেছনে কারা?

হামলার ঘটনার পর ডিডিএনের মালিকপক্ষ চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সেখানে ডেভিড ইমন ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও কয়েক ডজন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ ইতোমধ্যেই হামলার ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। ভিডিও দেখে বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে জানিয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, তাদেরকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। "বিষয়টি নিয়ে ডিবিসহ পুলিশের মোট তিনটি টিম কাজ করছে। হামলাকারীদের ধরার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি," বলেন চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূর হোসেন মামুন। 'ডেভিড ইমন' পরিচয় দিয়ে যে ব্যক্তি চাঁদা দাবি করেছেন, তার পুরো নাম 'মোবারক হোসেন ইমন' বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চন নগরের বাসিন্দা মি. ইমন পুলিশের তালিকাভুক্ত এক সন্ত্রাসী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। পুলিশের ভাষ্যমতে, মি. ইমন মূলত চট্টগ্রামের আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খান, যিনি 'বড়ো সাজ্জাদ' নামে পরিচিত, তার হয়ে কাজ করেন। "ছোটো সাজ্জাদ জেলে যাওয়ার পর এই ইমন এবং রায়হান নামের আরেক সন্ত্রাসী বড়ো সাজ্জাদের পক্ষে চট্টগ্রামের অপরাধ জগতের নেতৃত্ব দিচ্ছে," বলছিলেন সিএমপির এক শীর্ষ কর্মকর্তা। চট্টগ্রামে 'ছোটো সাজ্জাদ' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া পুলিশের তালিকাভুক্ত আসামির পুরো নাম সাজ্জাদ হোসেন। একাধিক হত্যা ও চাঁদাবাজির মামলায় অভিযুক্ত এই সন্ত্রাসীকে ২০২৫ সালের মার্চে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। কিন্তু ইমন ও রায়হানকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তারা দু-জন দেশে আছে কি-না, সেটাও নিশ্চিত নয় পুলিশ। তবে ডিডিএনের পরিচালকের কাছে চাঁদা চাওয়ার জন্য সম্প্রতি মি. ইমন যে নাম্বার থেকে ফোন করেন, সেটি দুবাইয়ের বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

'বড়ো সাজ্জাদ' কোথায়?

পুলিশ বলছে, চট্টগ্রামের এখন যত চাঁদাবাজি, খুন ও সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটছে, সেগুলোর বেশিরভাগের পেছনেই রয়েছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খান বা 'বড়ো সাজ্জাদ'। নগরের চালিতাতলী এলাকার বাসিন্দা মি. খান দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে পালিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হয়। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে অপরাধ জগতে নাম লেখানো এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা ও চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। ২০০০ সালের অক্টোবরে একে-৪৭ রাইফেলসহ তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে জামিনে বেরিয়ে ২০০৪ সালে দেশত্যাগ করেন। এরপর থেকে বিদেশের মাটিতে বসেই চট্টগ্রামের অপরাধ জগতের বড়ো একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেড আসামির তালিকাতেও মি. খানের নাম রয়েছে। গত বছরের নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনি গণসংযোগে গুলির যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটির পেছনেও মি. খান ছিলেন বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। গুলির ওই ঘটনায় সরোয়ার হোসেন নামে যে ব্যক্তি নিহত হন, তিনিও অতীতে মি. খান তথা বড়ো সাজ্জাদের পক্ষে কাজ করতেন বলে জানা যায়। গত দুই দশকে তার নির্দেশে বাংলাদেশে খুন, চাঁদাবাজিসহ নানান অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ থাকলেও বড়ো সাজ্জাদ ঠিক কোন দেশে পালিয়ে আছেন, সেটি এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। তবে তার ও তার দলের অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিএমপির কর্মকর্তারা। "গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমানের বাসায় হামলার ঘটনায় আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি। হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। চলমান অভিযানের মাধ্যমে অন্য অপরাধীদেরও আইনের আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন চট্টগ্রামে মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হাবিবুর রহমান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালিতে ট্যাংকারে ইরানের হামলায় ভারতীয় নাবিক নিহত

হরমুজ প্রণালিতে দুটি ট্যাংকারে সোমবার ইরানের 'দুঃসাহসিক' হামলায় একজন নিহত এবং আটজন আহত হওয়ার অভিযোগ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। একই সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের ওপর নতুন অবরোধের অংশ হিসেবে এই জলপথটি ব্যবহার করা সব পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। আন্তর্জাতিক এই জলপথ নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় সোমবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত জানায়, ইরানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দুটি জাতীয় ট্যাংকারকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এতে একজন ভারতীয় নাবিক নিহত এবং আরও আটজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের মধ্যে ছয়জন ভারতীয় এবং দু-জন ইউক্রেনীয় নাগরিক বলে এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইউএই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে বলা হয়, "প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই দুঃসাহসিক হামলার নিন্দা জানায়, যা একটি গুরুতর লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট অবমাননা। এটি অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি।" পরে টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে। তারা দাবি করে, দুটি ট্যাংকার

সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল, নেভিগেশন ব্যবস্থা বন্ধ করেছিল এবং মাইন পাতা একটি রুট দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আইআরজিসি জানায়, তারা ট্যাংকার দুটিতে আঘাত হানে এবং সেগুলোকে অচল করে দেয়। তারা আরও বলেন, "আগ্রাসী শত্রুকে" সহযোগিতা করলে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা, ক্ষতি এবং প্রণালি খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে, পাশাপাশি "বিশ্বে জ্বালানি সংকট সৃষ্টি" হবে। হরমুজ প্রণালি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনাপূর্ণ কেন্দ্র। রোববার রাতে অঞ্চলে হামলা বিনিময়ের পর সোমবার উভয়পক্ষ এই জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাতে জড়ায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় তিনজন নিহতের খবর ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাতভর ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। ফারস সংবাদ সংস্থার মতে, হামলাটি দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের হরমোজগান প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, এই হামলায় একজন পরিবেশবিদের পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছেন। এর আগে, গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছিল ইরান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালিতে ভারতীয় নাবিক নিহতের ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে দুটি জাহাজে ইরানের হামলায় একজন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন এবং আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, 'আল বাহিয়াহ' ও 'মোমবাসা' নামের দুটি ট্যাংকার, যেগুলোতে মোট ৪৬ জন ক্রু সদস্য ছিলেন, সোমবার রাতে ওমান উপকূলের কাছে ইরানি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আক্রান্ত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন, আল বাহিয়াহ জাহাজে থাকা ১২ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে একজন নিহত হয়েছেন এবং আরেকজন আহত হয়েছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মোমবাসা জাহাজে ১৮ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তাদের মধ্যে নয়জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে দু-জনের আঘাত গুরুতর। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এসব হামলার বিরুদ্ধে "কঠোর প্রতিবাদ" জানাতে তারা ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "আমরা নাবিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত এসব হামলা এবং হরমুজ প্রণালির মতো আন্তর্জাতিক নৌপথে অবাধ ও নিরাপদ চলাচল ব্যাহতকারী সহিংস কর্মকাণ্ডের কঠোর নিন্দা জানাই।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বাণিজ্য চুক্তির বিনিময়ে হরমুজের ২০% শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ট্রুথ সোশাল পোস্টে জানিয়েছেন যে, তিনি "যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ধার্যকৃত ২০% ক্ষতিপূরণ শুল্কের পরিবর্তে বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তারা যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন করবে।" এর আগের দিনই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, হরমুজ প্রণালি উম্মুক্ত করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র। তবে সেখান দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। একদিনের মাথায় তিনি সেই ঘোষণা থেকে সরে এলেন। মঙ্গলবার তিনি ট্রুথ স্যোশালে লেখেন, "এই বিনিয়োগগুলো হবে বিশাল, তবে একই সাথে তা তাদের নিজেদের এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্যও অসাধারণভাবে কল্যাণকর হবে।" ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশাল পোস্টে জানিয়েছেন যে, হরমুজ প্রণালি "ইরান বাদে অন্য সব জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত আর এর কারণ হলো তাদের মিথ্যাবাদী, সহিংস ও বিদ্বেষপরায়ণ নেতৃত্ব, যা তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।" তিনি আরও যোগ করেন যে, একটি "পূর্ণাঙ্গ অবরোধ" কার্যকর করা হবে, তবে তা কেবল "ইরানি বন্দরে আসা-যাওয়া করা অথবা ইরানি পণ্য বহনের সাথে যুক্ত" জাহাজগুলোর ওপরই প্রযোজ্য হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

উপসাগরীয় দেশগুলোর আকাশসীমা এড়িয়ে চলতে ইউরোপীয় এয়ারলাইনসকে সতর্কতা

বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশসীমা এবং ওমান উপসাগরের ওপর দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা না করার ব্যাপারে এয়ারলাইনসগুলোকে সতর্ক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিমান নিরাপত্তা সংস্থা (ইএএসএ)। সংস্থাটি বলেছে, এ অঞ্চলে সামরিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত। একইসঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, যুদ্ধবিমান ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকায় অঞ্চলটি দিয়ে বিমান চলাচল উচ্চঝুঁকির মুখে পড়েছে। ইএএসএ জানিয়েছে, এই সতর্কতা আগামী ২৯ জুলাই পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। একইসঙ্গে তারা আরও বলেছে যে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি তেহরান থেকে নয় বরং তেল আবিব থেকে আসছে : ওমান

এই অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতির সমালোচনা করে ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি তেহরান থেকে নয় বরং তেল আবিব থেকে আসছে। মেহর নিউজ এজেন্সিকে উদ্ধৃত করে পার্স টুডে জানিয়েছে, ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আল-বুসাইদি মঙ্গলবার জোর দিয়ে বলেছেন, জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যবস্থা অর্জনে ইরান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমাদের। ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি এর ভেতর থেকে আসে না, বরং এই অঞ্চলের

বাইরের সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপ থেকে, বিশেষ করে তেল আবিব থেকে আসে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যুদ্ধের সময় উন্মোচিত কৌশলগত বাস্তবতার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধটি ছিল বিপর্যয়কর, জাতিসংঘের কোনো অনুমোদন ছাড়াই সংঘটিত হয়েছিল এবং এর কোনো লক্ষ্যই অর্জিত হয়নি।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আইন লঙ্ঘন করায় বিশালাকৃতির দু'টি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আঘাত হানা হয়েছে : আইআরজিসি

ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার তাদের নৌ-নির্দেশনা (নেভিগেশন) ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয় এবং হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সতর্কবার্তা বারবারই উপেক্ষা করতে থাকে। তারা জাহাজ চলাচলকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে মাইন পাতা পথ দিয়ে অতিক্রমের চেষ্টা করে। ফলে ওই দুটি ট্যাঙ্কার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং অচল হয়ে পড়ে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, হরমুজ প্রণালিতে ইরানি জাতির অধিকার রক্ষায় আইআরজিসির নৌবাহিনীর সদস্যরা তাদের অঙ্গীকারে অবিচল রয়েছে। আইআরজিসির ভাষ্য অনুযায়ী, কয়েক ঘণ্টা আগে 'শিশুহত্যাকারী' মার্কিন বাহিনী, যা বারবার ব্যর্থতা থেকেও শিক্ষা নেয়নি, কিছু জাহাজকে উসকানি দিয়ে অবৈধ পথ দিয়ে পার করানোর চেষ্টা করে। আইআরজিসির নৌবাহিনী সতর্ক করে বলেছে, হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে চাওয়া আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করা ও মাইন পাতা পথ দিয়ে চলাচলের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা, ক্ষয়ক্ষতি, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলতে বিলম্ব এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট আরও গভীর করা ছাড়া অন্য কোনো ফল বয়ে আনবে না।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরান হামলা চালালে আরও শক্তিশালী জবাব দেওয়া হবে : নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরান যদি ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায়, তাহলে তার জবাব আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, "ইরানের নেতাদের আমি বলতে চাই, আপনারা যদি আমাদের ওপর হামলা চালান, তাহলে পরিস্থিতি শান্ত থাকবে, এমনটা ভাববেন না।" তিনি বলেন, ইরানের আগের হামলার জবাবে ইসরায়েল যে পাল্টা হামলা চালিয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না। বরং তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী জবাব দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, "আমাদের ওপর কেউ হামলা করবে আর আমরা তার দ্বিগুণ জবাব দেব না, সেই দিন শেষ।" তিনি বলেন, "আমরা ইরানের তথাকথিত 'অ্যাক্সিস অব এভিল'-এর বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নিয়েছি, যারা আমাদের ক্ষতি করবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমরা তেমন ব্যবস্থা নিতে থাকব, এটাই আমাদের নীতি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

আবারও ইরানের উপর হামলা যুক্তরাষ্ট্রের, অবরোধ পুনর্বহাল

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম সোমবার জানিয়েছে , তাদের বাহিনী টানা তৃতীয় রাত ধরে ইরা নের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের এই ঘোষণাটি আসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের পর পরই। ট্রাম্প বলেন, ওয়াশিংটন হরমুজ প্রণালিতে ইরানি জাহাজগুলোর উপর অবরোধ 'পুনরায় আরোপ' করছে। সেন্টকমের মতে, এই অবরোধ মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকেল ৪টা থেকে কার্যকর হবে। ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই অবরোধ সম্পর্কে পোস্ট করে বলেছেন , যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে হরমুজ প্রণালির 'অভিভাবক' হিসেবে পরিচিত হবে। তিনি বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা ইরানে প্রবেশকারী বা ইরান থেকে প্রস্থানকারী ইরানি জাহাজ এবং তাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অন্য সব দেশের জাহাজ এই প্রণালি ব্যবহার করতে পারবে। তবে, তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এই সমুদ্রপথ দিয়ে চলাচলকারী সকল পণ্যের উপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। তিনি বলেন, নিরাপদ চলাচল এবং নিরাপত্তা নিশ্চি ত করার জন্য এই শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন। এর আগে , ট্রাম্প ফক্স নিউজে এ সংক্রান্ত সর্বশেষ আলোচনা সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেন , রবিবার দুই পক্ষ ১১ ঘণ্টা আলোচনা করেছে এবং প্রতিটি বিষয়ে একমত হয়েছে। তবে তিনি বলেন , পরে তারা আবার ফোন করে জানায় যে , তাদের "কিছু পরিবর্তন" করতে হবে। তিনি বলেন, তেহরান বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে এর জবাব দেবে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সামরিকবাহিনীর খাতাম আল -আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের একজন মুখপাত্রের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। ইব্রাহিম যুলফাকা রি বলেছেন, তেহরান যুক্তরাষ্ট্রকে প্রণালিটির "ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ" করতে দেবে না। তিনি বলেন , "এই অঞ্চলের দেশগুলোর নেতাদের সতর্ক করা হচ্ছে যে , যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যে-কোনো ধরনের সহযোগিতা এবং দেশটির আগ্রাসী সামরিকবাহিনীকে যে -কোনো ধরনের রসদ সরবরাহকে ইরানের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হবে।"

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ভারতে অনুপ্রবেশের সময় রোহিঙ্গা মা-মেয়ে আটক

বাংলাদেশের নেত্রকোনার দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় এক রোহিঙ্গা নারী ও তার শিশু সন্তানকে আটক করা হয়। আটকের পর তাদের কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে দুর্গাপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ আহমেদের নেতৃত্বে দুই নারী কনস্টেবলের পাহারায় মা-মেয়েকে আশ্রয়শিবিরে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। পুলিশ ও বিজিবি সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার ভোরে দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়নের ভাংতি বাজার এলাকা থেকে ২৫ বছর বয়সি এক রোহিঙ্গা নারী ও তার এক বছর বয়সি মেয়েকে আটক করেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র বিজয়পুর ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন। পরে মা-মেয়েকে দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়। বিজয়পুর ক্যাম্পের হাবিলদার জাহাঙ্গীর আলম জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই নারী তার শিশুসন্তান নিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। পরে তাদের থানা-পুলিশে সোপর্দ করা হয়। তিনি কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাসিন্দা। তার স্বামী কয়েক মাস আগে মারা গেছেন। পরিচয় যাচাই-বাছাই করে মা-মেয়েকে রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে ফেরত পাঠানোর কথা নিশ্চিত করেন দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রনি)

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তরুণীকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় আট আসামির মধ্যে একজনকে মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বাকি চারজন বেকসুর খালাস পেয়েছেন। দণ্ড ও খালাসপ্রাপ্ত সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক স্বপন কুমার সরকার এ রায় দেন। বেলা ১২টা ২০ মিনিটে তিনি এজলাসে আসেন। এরপর তিনি এই মামলার রায় পড়া শুরু করেন। বেলা ১টা ৫৩ মিনিটে তিনি রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় সব আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আবুল হোসেন ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, রায়ে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শাহ মাহবুবুর রহমান ওরফে রনি, তারেকুল ইসলাম ওরফে তারেক ও অর্জুন লস্করকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য চার আসামি আইনুদ্দিন ওরফে আইনুল, মিসবাউল ইসলাম ওরফে রাজন, রবিউল ও মাহফুজুর রহমানকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। আলোচিত এই মামলায় রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তি-তর্কের শুনানি শেষ হয় গত বুধবার। যুক্তিতর্ক শেষে আদালত আজ (১৪ জুলাই) রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। সে হিসাবে ঘটনার প্রায় ছয় বছরের মাথায় আজ রায় ঘোষণা হলো। ২০২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে আটকে রেখে এক তরুণীকে (২০) দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী শাহপরান থানায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে এবং দুজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। একই সময়ে পুলিশ ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্রসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র ও চাঁদাবাজি আইনে আরেকটি মামলা করে। ঘটনার পর আসামিরা পালিয়ে গেলেও, তিনদিনের মধ্যে পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালিয়ে ছয় আসামি ও সন্দেহভাজন দু-জনকে গ্রেফতার করে। পরে তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ডিএনএ পরীক্ষায় আট আসামির মধ্যে ছয়জনের সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনার আলামতের মিল পাওয়া যায়। পরে ২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহপরান থানার তৎকালীন পরিদর্শক (তদন্ত) ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারি অপহরণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ও এতে সহায়তার অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আটজনের নামে একই আদালতে অভিযোগ গঠন করা হয়। ২০২২ সালের ১১ মে চাঁদাবাজি ও অস্ত্র আইনের মামলার অভিযোগেও ওই আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হয়। তারা সবাই তৎকালীন ছাত্রলীগকর্মী এবং নগরের টিলাগড় এলাকাকেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মামলা দুটি নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল থেকে গত বছরের মে মাসে দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর হয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। মামলায় ২৪ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর মধ্যে তরুণী, তার স্বামী, আসামিদের স্বীকারোক্তি নেওয়া ম্যাজিস্ট্রেট, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, এমসি কলেজের একজন অধ্যাপক, ওসমানী হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রনি)

দুইদিন পরেও জলমগ্ন ঢাকার কিছু এলাকা

কেটে গেছে দুইদিন। শনিবার রাত থেকে রোববার টানা বৃষ্টিতে ঢাকার মিরপুরের কাজীপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পরে। কাজীপাড়ার সড়কে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমেছিল। জলমগ্ন ছিল দুই পাড়ের ফুটপাথ। প্রায় ৩৩ ঘণ্টা কেটে গেলেও সোমবার বিকেল ৪টার দিকেও ওই এলাকার সড়কে জলাবদ্ধতা ছিল। সোমবার মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর

থেকে কাজীপাড়ামুখী বেগম রোকেয়া সরণির আল হেলাল হাসপাতাল থেকে হাতিল ফার্নির্চারের শো-রুম পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মিটার সড়কের বেশিরভাগই ছিল। সড়ক বিভাজকের দুই পাশের কিছু অংশ ডুবে না থাকলেও, অধিকাংশ জায়গায় বিভাজক পর্যন্ত জল জমে ছিল। এই জলাবদ্ধতার কারণ জানিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) অঞ্চল-৪-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মতিউর রহমান বলেন, আগে কাজীপাড়া থেকে দুটি নিকাশি ব্যবস্থা ছিল। মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের জলাবদ্ধতা কমাতে ওই এলাকার আউটলেট কাজীপাড়ার নিষ্কাশনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এতে গোলচত্বরের নিষ্কাশন মসৃণ হলেও কাজীপাড়ার জল নামতে এখন বেশি সময় লাগছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রনি)

ইরানের উপর আমেরিকার হামলা অব্যাহত, নতুন অবরোধ ট্রাম্পের

দক্ষিণ উপকূলে সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরানের উপর নতুন করে হামলা চালালো আমেরিকা। মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ড বা সেন্টকম জানিয়েছে, পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলা অপারেশনে বুশেহর, চাহবাহার, জাস্ক, কোনারক, আবু মুসা এবং বন্দর আব্বাসের উপর হামলা চালানো হয়। এই হামলা মূলত উপকূলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মিসাইল ও ড্রোন অঞ্চল এবং অন্যান্য নৌসেনার ঘাঁটির উপর চলেছে বলে জানানো হয়েছে। সেন্টকম জানিয়েছে, ভবিষ্যতে যেন ইরান ওই অঞ্চলে কোনো বাণিজ্যিক জাহাজের উপর আক্রমণ না চালাতে পারে, তাই এই হামলা। এই মুহূর্তে প্রায় ৫০ হাজার মার্কিন সেনা মধ্যপ্রাচ্যে আছেন। বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা 'সতর্ক, সশস্ত্র এবং প্রস্তুত'। অন্যদিকে, বাহরাইনের মার্কিন প্রভাব আছে- এমন অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে ইরানের সেনা। ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলে জানানো হয়েছে, বেশ কয়েকটি অস্ত্রাগার, একটি স্যাটেলাইট যোগাযোগ সেন্টার এবং মার্কিন সেনাদের থাকার বাড়ি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়। মঙ্গলবার বাহরাইনের মানুষদের উপর সতর্কতা জারি করা হয়। দেশজুড়ে সাইরেন শোনা যায়। মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম সর্ববৃহৎ ঘাঁটি হলো বাহরাইন। এই দেশটি গালফ অঞ্চলে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজধানী ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় অবরোধ করেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার পরপর শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব এলাকায় সড়কের পাশে জড়ো হতে শুরু করেন, আধা ঘণ্টা পর তারা সড়কে নেমে যান চলাচল বন্ধ করে দেন বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার। অবরোধের কারণে নিউ মার্কেট ও নিউ এলিফ্যান্ট রোড থেকে মিরপুর রোডে যাওয়ার লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আইডিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, "দেশে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা, সেটা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ না করেই তারা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। তাদের উচিত ছিল জলাবদ্ধতা রয়েছে- এমন এলাকায় শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। সেটা না করে তারা পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" জলাবদ্ধতায় অনেক শিক্ষার্থী সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেননি দাবি করে তিনি আরো বলেন, হাঁটু পানি পেরিয়ে আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে। এতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এসব বিবেচনায় না নিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারেই ঠিক হয়নি। দুপুর ১২টার দিকে পুলিশের একজন অতিরিক্ত উপ-কমিশনার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঁচজন প্রতিনিধিকে নিয়ে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে দাবি তুলে ধরার জন্য প্রস্তাব দেন। তবে শিক্ষার্থীরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো: তারেক রহমান

মেধাবী উদ্যোক্তাদের সহ যোগিতা করতে সরকার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন , আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে ৫০০ কোটি টাকার বাজেট রাখা হয়েছে। ৫ লাখ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত একজন স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সকালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'তারুণ্য, স্টার্টআপ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উদ্বোধনী পর্ব শেষে দুপুর ১টা থে কে অনুষ্ঠানটি সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে জাতীয় স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হবে। তিনি আরও বলেন , আমরা চিন্তা করেছি, এমন উদ্যোক্তা থাকেন, যাকে ব্যাংকের হ্যাসেল (ভোগান্তি), সিকিউরিটি বা কাগজ দিতে হয়, এটি যেন ফেস করতে না হয় , সেজন্য কমিটি করা হয়েছে। এতে মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা নেই। নিরপেক্ষ কমিটি , তারা বিষয়টি দেখবে। অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান বলেন , বাবার জমি বা সম্পত্তি দেখে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হয়। কিছু ভিন্ন উপায়ও আছে , তবে তা যথার্থ নয়। যাদের ভালো স্টার্ট-আপ ধারণা আছে , কিন্তু জামানত নেই , তাদের ঋণ পাওয়া সহজ করতে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে ? জবাবে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সংক্রান্ত নিরপেক্ষ কমিটি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার প্রজেক্ট দেখে তারা ফান্ড করবে। আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে হেল্প করা হবে, সেটি পাবলিক মানি। যদি পটেনসিয়াল থাকে, ফের ফান্ডের বিষয়টি চিন্তা করা হবে। কারণ অনেকের ব্যবসা শুরুতেই ভালো করে না। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকলে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'জাতীয় স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম'-এর উদ্বোধন করেছেন। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'তারুণ্য, স্টার্টআপ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ আয়োজনে তিনি এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন। 'স্টার্ট-আপে গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেলের বাণী পাঠ করা হয়। তরুণদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ আয়োজন করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনা ফিরলে তাকে স্বাগত জানাবো: প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা

এ সরকারও চায় শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসুক। তিনি আসতে চাইলে আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। কারণ তিনি এলে দেশে জাস্টিস ও ইনসাফ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। এ সময় তিনি বলেন, সরকার শুরু থেকেই শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের চেষ্টা করছে এবং ভারতের কাছেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শেখ হাসিনাকে ফেরা নিয়ে সরকার বিষয়টাকে কীভাবে দেখছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বলেন, "উনার আসার ব্যাপারে আমরা যেহেতু চেষ্টা করছি, তাই উনি যদি আসেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। আমরা জাস্টিস নিশ্চিত করতে চাই।" তিনি বলেন, "তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে আদালতে। তিনি আসবে, তিনি আসলে আদালত বিচার করবে। আমরাও যদি প্রত্যর্পণ করে আনতে পারি, সেই চেষ্টাই করছি।" তিনি বলেন, "উনি আসলে আমাদের সাথে দুই পক্ষে যোগাযোগ হয়ে আসেন, সেটা ফাইন। উনি মামলা ফেস করবেন, মামলার জন্য আইসিটিতে এখন বিদেশি আইনজীবী আনারও স্কোপ আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আইনজীবী তিনি আনুন। আইনজীবী তাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করুক। ওখানে অবজার্ভার রাখা যায়, ওখানে ভিডিও ক্যামেরা রাখা যায়, এতটাই আধুনিক করা হয়েছে ইন্টারিমের সময় এই আইসিটি আইনকে। একেবারে স্বচ্ছ বিচারের মাধ্যমে সব প্রসেস চলবে।" তিনি বলেন, এই দেশের জনগণ যেটা চায়, তিনি যে অপরাধ করেছেন, যে মৃত্যুদণ্ড আছে, সেটা যেন বহাল থাকে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে সেটাও জনগণ দেখতে চায়। তিনি আরও বলেন, আবার বলছি, আমরা তো আদালতে গেছি। আদালতে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন, তিনি অপরাধী নন। আদালত যদি শেষ পর্যন্ত তাকে অন্য কোনো শাস্তি দেয় অথবা তাকে খালাস দেয়, সেটাও হবে। সো জাস্টিস এভাবেই হতে হয়। জাহেদ বলেন, সেজন্যই বলছি, তার আগমন আমরা ওয়েলকাম করি। কারণ আমরা জাস্টিস নিশ্চিত করতে চাই। আমাদের সবচেয়ে বড়ো যে আমাদের এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে ফেলেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, তাকেও আমরা জাস্টিস দিতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

'আমি কে তুমি কে, ফার্মের মুরগি'- স্লোগানে উত্তাল সায়েন্সল্যাব

টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও জলাবদ্ধতার মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডগুলো। শিক্ষার্থী-অভিভাবক থেকে শুরু করে নেটিজেনদেরও তোপের মুখে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এরই মধ্যে মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা স্লোগান দেন - 'দফা এক দাবি এক, মিলনের পদত্যাগ'; 'এক দুই তিন চার, মিলন তুই গদি ছাড়'; 'আমি কে তুমি কে, ফার্মের মুরগি ফার্মের মুরগি'; 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' ইত্যাদি। আজ বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনেও পরীক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারাও স্লোগান দেন -'আমি কে তুমি কে, ফার্মের মুরগি ফার্মের মুরগি'। শিক্ষামন্ত্রীর পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'ওরা তো ফার্মের মুরগি, একটু বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর চলে আসবে।' বিষয়টি সোমবার (১৩ জুলাই) রাতে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। এদিকে, এদিন রাজধানীর শাহবাগ, সায়েন্সল্যাব মোড়, মিরপুরেও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন পরীক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ঢাকার বাইরে রাজশাহী, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বোর্ডের সামনেও অবরোধ ও বিক্ষোভ করার ঘোষণা দেন তারা। তবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অন্য কোথাও কোনো কর্মসূচির খবর পাওয়া যায়নি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিলিয়ন ডলারের গ্রিন ডকইয়ার্ড বানাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এলাকায় এক বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বানানো হবে গ্রিন ডকইয়ার্ড। সেখানে ভেড়ানো যাবে সমুদ্রগামী জাহাজ। ল্যান্ডলর্ড মডেলে অস্ট্রেলীয় একটি প্রতিষ্ঠান গ্রিন ডকইয়ার্ড নির্মাণে বিনিয়োগ করবে। ইতোমধ্যে 'এ গ্রিন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড শিপবিল্ডিং ফ্যাসিলিটি' নামের প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে বিশাল আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামত কেন্দ্র। হাজার হাজার দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে সেখানে। গভীর সমুদ্রবন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্লু -ইকোনমি সচল হবে বলে মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। বর্তমানে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের পশ্চিম পাশে সাগরের লাগোয়া অংশে ডকইয়ার্ডটির স্থান চূড়ান্ত করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে কথা হলে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন , 'মাতারবাড়ীতে একটি গ্রিন ডকইয়ার্ড নির্মা ণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। যেখানে দেশি -বিদেশি ফ্ল্যাগশিপগুলো ডকিং ও মেরামত করতে পারবে। এতে বিদেশি জাহাজগুলো মেরামতের সুযোগ তৈরি হলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। গভীর সমুদ্রবন্দরের কার্যকারিতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। ' গ্রিন ডকইয়ার্ডের জায়গা নির্বাচনে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের সহকারী ব্যবস্থাপক (এস্টেট) মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন। তিনি জাগো নিউজকে বলেন , 'মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে। বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১২০০ মেগাওয়াটের কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়েছে। পাওয়ার প্ল্যান্টটি উৎপাদনে রয়েছে। পাওয়ার প্ল্যান্টটির জন্য নিজস্ব জেটি রয়েছে। যেখানে আমদানিকৃত কয়লার জাহাজগুলো নিয়মিত বার্থিং করছে , কয়লা খালাস করছে। কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট বরাবর পশ্চিমে সাগরতীর সংলগ্ন বন্দরের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় গ্রিন ডকইয়ার্ডটি নির্মা ণের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ওখানে সাগরের গভীরতা রয়েছে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

৮ দিনের বন্যায় ডুবেছে কক্সবাজারের ৪৯ শতাংশ, প্রাণহানি ৩২

টানা আটদিনের ভারী বর্ষণ শেষে কক্সবাজারে প্লাবিত এলাকার পানি নামতে শুরু করেছে। রোববার (১২ জুলাই) রাত থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় প্লাবিত এলাকার পানি নামতে শুরু করে। এরই মধ্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তালিকা করেছে জেলা প্রশাসন। এতে প্রাণহানি, বসতবাড়ি, মৎস্য খাত, কৃষি, সড়ক, বেড়িবাঁধে ভাঙনসহ ব্যাপক ক্ষতির চিত্র বেরিয়ে এসেছে। পাহাড়ধস ও বন্যাজনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ১৩ জন রোহিঙ্গাসহ মোট ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন নিখোঁজ রয়েছেন। পানি একেবারে নেমে গেলে আরও ক্ষত স্পষ্ট হবে এবং তখনই পরিপূর্ণ ক্ষতি নিরূপণ সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ আবদুল হান্নান জানান , গত ৪ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত টানা ৯ দিনে কক্সবাজারে মোট ৮২৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। সোমবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে ৪ মিলিমিটার। জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে, ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নামা পাহাড়ি ঢলে ৭১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬৯টি এবং পাঁচটি পৌরসভার মধ্যে চারটি প্লাবিত হয়। এতে প্রায় ৪৯ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয় এবং অন্তত আড়াই লাখের অধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে দুর্ভোগে পড়েন। প্রাথমিক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পেকুয়া উপজেলার ৯৫ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। এরপর মাতামুহুরীতে ৮৫ শতাংশ, চকরিয়ায় ৮০ শতাংশ, কুতুবদিয়ায় ৬৫ শতাংশ এবং মহেশখালীতে ৫০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। রামু উপজেলার ৩৫ শতাংশ, কক্সবাজার সদর, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ২৫ শতাংশ করে এবং ঈদগাঁও উপজেলার ৫ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী , পাহাড়ধস ও বন্যা জনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ১৩ জন রোহিঙ্গাসহ মোট ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন নিখোঁজ রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে উখিয়া উপজেলায়। সেখানে পাহাড়ধসে ১৩ জন রোহিঙ্গাসহ ১৪ জন মারা গেছেন। চকরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের এবং একজন নিখোঁজ হন। এছাড়া কক্সবাজা র সদরে তিনজন , পেকুয়ায় দু-জন ও রামুতে তিনজন এবং মাতামুহুরী , মহেশখালী ও কুতুবদিয়ায় একজন করে মারা যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাতার গেলেন স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম কাতারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কাতারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই সফরে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এবং আধুনিক কাতারের স্থপতি হিসে বে পরিচিত সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন। কাতার সফর শেষে আগামী ১৬ জুলাই স্পিকারের দেশে ফিরে আসার কথা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পাবেন বীজসার, গবাদি পশুর জন্য শুকনা খাদ্য

সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা দেবে সরকার। একইসঙ্গে বন্যাদুর্গত এলাকায় গবাদি পশুর জন্য শুকনা খাদ্য সরবরাহ এবং রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচিও

শুরু ক রা হবে। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সচিবালয়ে বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসাইন , পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন , চলমান বন্যায় সবচেয়ে বে শি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমনের বীজতলা। অনেক এলাকায় ধানের চারা পানির নিচে তলিয়ে গেছে। ফলে কৃষকদের নতুন করে রোপণের প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে এখনো ব্যাপক পরিসরে আমন রোপণ না হওয়ায় বড়ো ধরনের ফসলহানির আশঙ্কা তুলনামূলক কম। তিনি বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত বিকল্প বীজতলা তৈরির জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনই এখন প্রধান অগ্রাধিকার: ত্রাণমন্ত্রী

চট্টগ্রাম বিভাগে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনই এখন সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থা পনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। তিনি বলেন , এ বন্যায় প্রায় ৬ লাখ ৯ হাজার ৪৪১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে , যার বেশির ভাগই পাহাড়ধসে। তিনি বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় এরই মধ্যে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়ে ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত মেরামত এবং দুর্গত মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সচিবালয়ে বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসাইন , পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসে ন আজাদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

৯৮ হাজার টাকায় হজ ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তাব দিলো ইউএসবাংলা

ঢাকা থেকে সৌদি আরবে ৯৮ হাজার টাকা নেট ভাড়ায় হজ ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। এ লক্ষ্যে ২০২৭ সালের হজ মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রী পরিব হণের অনুমতিও চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ প্রস্তাব দেন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। চিঠিতে ইউএস -বাংলা জানায়, বেসরকারি বিমান সংস্থা হিসেবে হজযাত্রীদের স্বল্প খরচে উন্নত সেবা দেওয়ার সক্ষমতা রাখে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। বর্তমানে হজ ফ্লাইট পরিচালনায় বিমান ভাড়াই সবচেয়ে বড়ো ব্যয়ের খাত। গত বছর একটি হজ টিকিটের ভাড়া ছিল ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৩০ টাকা। সংস্থাটির দাবি, হজ ফ্লাইট পরিচালনার সুযোগ পেলে তারা নেট বিমানভাড়া ৯৮ হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারবে। এতে ট্যাক্স, বিভিন্ন চার্জ ও এজেন্সি কমিশন বাদে মূল বিমান ভাড়ার অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, যা হজযাত্রীদের সার্বিক ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে মানসম্মত ব্যবস্থা গড়তে সহায়তা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষি উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক , কৃষি, বাণিজ্য, শ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠি ত হয়। এসময় যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে রাষ্ট্রদূতের সহায়তা কমনা করেন নজরুল ইসলাম খান। জবাবে রাষ্ট্রদূত কৃষিপণ্য রপ্তানিতে মানসম্মত ব্যবস্থা গড়তে সহায়তা করতে আগ্রহের কথা জানান। বৈঠকে নজরুল ইসলাম খান বলেন , স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে র মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করতে কৃষি , খাদ্য নিরাপত্তা, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন , বাংলাদেশ আয়তনে ছো টো হলেও এখানে বিপুল জনগোষ্ঠীর বসবাস। দেশের মা নুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির আধুনিকায়ন , উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই বড়োপরিবর্তন সম্ভব, প্রয়োজনে গণভোটও হতে পারে

সংবিধানে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনতে নতুন সংবিধান প্রণয়নই একমাত্র পথ নয়, সংশোধনীর মাধ্যমেও রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি জানান, "সরকার জুলাই সনদের ভিত্তিতেই তারা কাজ করবে। তবে সংবিধান সংশোধনের কিছু বিষয়ে তাদের

'নোট অব ডিসেন্ট ' বা ভিন্নমত রয়েছে। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে গণভোটের বিধানও যুক্ত করা যেতে পারে। " মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন ? এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে ডা . জাহেদ উর রহমান বলেন , "সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমেই ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি উদাহরণ হিসেবে পঞ্চদশ সংশোধনীর কথা উল্লেখ করে বলেন, ওই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এক -তৃতীয়াংশেরও বেশি অংশে পরিবর্তন এসেছিল। পরে আদালতের রায়ে এর কিছু অংশ বাতিলও হয়েছে , যার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিষয়ও রয়েছে।" তিনি বলেন, "বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও অতীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই পরিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ফিরে আসাও সংশোধনীর মাধ্যমেই হয়েছে।" এসব পরিবর্তন আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই উপদেষ্টা বলেন, "সংবিধান সংশোধনী, সংস্কার; এইটা আসলে শব্দের বিষয়। আসলে আমাদের মূল সমস্যাটা কোন জায়গায়, কতটুকু- আমি এটা বলে ফেলছি। এ কথা আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই। বিএনপি নির্বাচনের আগে স্পষ্টভাবে বলেছে। এমনকি সরকার গঠনের পরও বলেছে। পার্লামেন্টে যে জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে, এটার ভিত্তিতে বিএনপি কাজ করবে। সেখানে এটার মানে হচ্ছে , ওই জুলাই সনদে কিছু কিছু ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনেরও কিছু কিছু ব্যাপারে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট ছিল।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

তেজগাঁও বিভাগের অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৪৩

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলি শের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তেজগাঁও বিভাগের বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন , রোববার (১২ জুলাই) বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে এসব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদে র মধ্যে তেজগাঁও থানা ২ জন, শের-ই-বাংলা নগর থানা ১০ জন, মোহাম্মদপুর থানা ১৯ জন, আদাবর থানা ৩ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ৩ জন ও হাতিরঝিল থানা ৬ জনকে গ্রেফতার করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

উত্তরার ছিনতাই চক্রের পেছনে প্রশ্রয়দাতাদের তালিকা করেছে র্যাব

রাজধানীর উত্তরা হাউজ বিল্ডিং , বিমানবন্দর সড়কে দিনে-দুপুরে কুপিয়ে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চলছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি , তাদের পেছনের প্রশ্রয় দাতাদের তালিকা করেছে র্যা ব। দ্রুতই তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন র্যাপ ব-১ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নেয়ামুল হালিম চৌধুরী। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ছিনতাইকারী ও মাদক কারবারিদের পেছনে কিছু লোক আশ্রয় -প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এমনকি গ্রেফতার হলে জামিন করানোর লোকও রয়েছে। আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে র্যার ব-১ এর অধিনায়ক বলেন , আমরা বেশ কিছু তথ্য পাচ্ছি। যারা পেছন থেকে সহযোগিতা করছে। তাদের বিরু দ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো , কিছু নামও পেয়েছি। যেটা তদন্তের স্বার্থে গোপন রাখতে হচ্ছে।তাদেরকে অভিযানের মাধ্যমে গ্রেফতার করবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

মাদকের টাকা না পেয়ে দুই শিশু সন্তানের সামনে স্ত্রীকে হত্যা

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় দুই অবুঝ শিশু সন্তানের সামনে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ছায়েদুল ইসলামকে (৪০) ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে র্যা ব-১। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) কারওয়ান বাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র্যাব-১ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নেয়ামুল হালিম চৌধুরী। তিনি বলেন, গত ১৩ জুলাই রাত আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে শ্রীপুর পৌরসভা এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত নাসিমা আক্তার (২৭) নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার বনপাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের মেয়ে। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তার স্বামী ছায়েদুল ইসলাম ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার গীর্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। দম্পতি তাদের এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে শ্রীপুরে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। স্বজনদের বরাত দিয়ে র্যা ব জানায়, ছায়েদুল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত নাসিমার কাছ থেকে নেশার জন্য টাকা চাইতেন। এ নিয়ে তাদে র মধ্যে প্রায়ই পারিবারিক কলহ হতো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ফটক খুলে নিলেন শিক্ষার্থীরা

চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ডের প্রধান ফটক খুলে নিয়ে গেছেন বন্যাকবলিত এলাকায় এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) বিকেলে নগরীর ষোলশহরস্থ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সামনে শিক্ষামন্ত্রীর

পদত্যাগের এক দফা দাবিতে তারা বিক্ষোভ করেন। শিক্ষার্থীরা এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের প্রধান ফটক খুলে নিয়ে যান। এ সময় তারা ভুয়া ভুয়া বলেও স্লোগান দেন। এর আগে , বেলা ১১টা থেকে নগরের চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন এইচএসসি ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। পরে তারা শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি জমা দেন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর মোহাম্মদ জহিরুল হক স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের ১ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আমরা তাদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারা এক দফা দাবি নিয়ে অনড়। পরে চলে যাওয়ার সময় বোর্ডের মূল ফটকটি খুলে নিয়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করেন বলেও জানিয়েছেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সংসদ ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়াপাল্টাধাওয়া

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা তাদের তিন দফা দাবি তুলে ধরেন। পরে মিছিল নিয়ে তারা জাতীয় সংসদ ভবনে র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সংসদ ভবনের সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশ শিক্ষার্থীদের সড়ক ছেড়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। তবে শিক্ষার্থীরা অবস্থান না ছাড়লে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ দাবি করেন। তাদের কর্মসূচির কারণে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সব ধরনের যান চলাচল সাময়িকভা বে বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ সংসদ ভবনের সামনের এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দিলে তারা আসাদগেটের (আড়ং মোড়) দিকে সরে যান। এ সময় উত্তেজিত কয়েকজন শিক্ষার্থী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট -পাটকেল নিক্ষেপ করেন। জবাবে পুলিশ আবারও ধাওয়া দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানিক মিয়া অ্যাভি নিউ থেকে সরিয়ে দেয় এবং আসাদগেট মোড়ে অবস্থান নেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

তথ্য কর্মকর্তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, পরিবর্তিত তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের প্রচলিত কার্যক্রমকে আধুনিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেছেন , মাঠপর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, বিশেষ করে দুর্যোগকালীন তথ্য দ্রুত , নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হতে হবে। একইসঙ্গে ভুল তথ্য (মিসইনফরমেশন) ও অপতথ্য (ডিসইনফরমেশন) মোকাবিলার মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহকে পরিচ্ছন্ন (ক্লিন) ও নির্ভরযোগ্য রাখা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা . জাহেদ উর রহমান উপস্থি ত ছিলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্য মানুষের জীবনে অক্সিজেনের মতো অপরিহার্য। জনগণ যেন সহজে, দ্রুত ও সঠিক তথ্য পায়, সেটি নিশ্চিত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনই বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার রোধ করাও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই তথ্য মন্ত্র ণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তথ্যপ্রবাহকে গতিশীল, উন্মুক্ত ও নির্ভুল রাখতে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন , জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম , তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রেরণ এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থার মা ধ্যমে পরিচালিত হওয়া সময়ের দাবি। মন্ত্রী বলেন, অতীতে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ ছিল প্রজেক্টর ও প্রচারযান নিয়ে মাঠপর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সেই কার্যক্রমের গুরুত্ব এখনো থাকলেও , বর্তমান বাস্তবতায় এর পাশাপাশি ডিজিটাল যোগাযোগকে সর্বো চ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ আধুনিক যোগাযোগমাধ্যমকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সময়মতো জনগণের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারলে সরকারের সঙ্গে জনগণের দূ রত্ব তৈরি হতে পারে এবং এতে বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয় বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

কাতারের সাবেক আমিরের মৃত্যুতে বুধবার বাংলাদেশে অর্ধদিবস শোক

কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি আগামীকাল বুধবার (১৫ জুলাই) দেশব্যাপী অর্ধদিবস শোক পালন করা হবে এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। মঙ্গরবার (১৪ জুলাই) জাতীয় সংসদে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকার দলীয় চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। প্রস্তাবটি ডেপুটি স্পিকার কা য়সার কামাল ভোটে দিলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। পরে প্রয়াত শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির আত্মার মাগ ফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য

শামীম কায়সার। সংসদে সিদ্ধান্ত হয়, এই শোক প্রস্তাব কাতার সরকার ও ঢাকার কাতার দূতাবাসে পাঠানো হবে। গত ১২ জুলাই কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। শেখ হামাদ ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কাতার শাসন করেন। জ্বালানিসমৃদ্ধ দেশটির চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের একজন গুরুত্বপূর্ণ কারিগর তিনি। কাতারের বর্তমান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির পিতা তিনি। কাতারের সাবেক আমিরের মৃত্যুতে বর্তমান আমির, রাজপরিবার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি সংহতি ও সমবেদনা জানাতে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল দোহায় গেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে যা জানালো ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে এমন তথ্য জানিয়েছেন তিনি। তার এমন মন্ত ব্যের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে-কোনো প্রত্যাবাসন ইস্যু আইনগত ব্যাপার। এটা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি দেশটির রাজধানী দিল্লির একটি গোপন স্থানে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থানের প্রায় দুই বছর পার হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের আদালতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে বলা হয়, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে আওয়ামী লীগ নেত্রীর। ভারতে নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে ন, চলতি বছরের ডিসেম্বরে তিনি তার দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছেন। দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার একটি টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রথম তার দেশে ফেরার একটি সম্ভাব্য সময়সীমা ঘোষণা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

হকারমুক্ত ফুটপাত এখন ভিক্ষুক ও মোটরসাইকেলের দখলে

রাজধানীর মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের নিচের ফুটপাত ও প্রবেশপথ হকারমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। অভিযানের পর স্থায়ী হকারদের আর দেখা না গেলেও চারটি প্রবেশপথে ভিক্ষুকের উপস্থিতি এবং ফুটপাতে মোটরসাইকেল পার্কিংয়ের কারণে পথচারীদের ভোগান্তি পুরোপুরি কাটেনি। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) বিকেলে মিরপুর-১০ মেট্রো স্টেশনের চারটি প্রবেশপথ ও দুই পাশের ফুটপাত ঘুরে দেখা যায়, স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কোনো স্থায়ী হ কার নেই। অরিজিনাল-১০ নম্বর মোড় থেকে ডান পাশে ফায়ার সার্ভিসের গেট এবং বাম পাশে আলোক হাসপাতাল থেকে এফএস স্কয়ার মার্কেট পর্যন্ত ফুটপাত হকারমুক্ত রয়েছে। তবে, এই এলাকার বাইরে মেট্রো স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে হকারদের বসতে দেখা গেছে। মেট্রো স্টেশনের নিচে হকারমুক্ত হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন নিয়মিত যাত্রীরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

দিল্লিতে বসে হুঙ্কার দিয়ে লাভ নেই, সীমানায় ঢুকলেই গ্রেফতার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা নিয়ে বিভেদের সুর দেখে দিল্লিতে বসে যারা আত্মসমর্পণের হুঙ্কার দিচ্ছে ন, তাদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে তাদের আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ নেই। তারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, সীমানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেফতার করা হবে। এ দেশে আর কখনই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও গণহত্যার বিচার' শীর্ষক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কে ইঙ্গিত করে আইনমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মধ্যে বিভেদের সুর দেখে দিল্লিতে বসে হুঙ্কার ছাড়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, আত্মসমর্পণ করবেন। আমি আপনার (স্পিকার) মাধ্যমে গোটা জাতিকে জানাতে চাই, যারা হুঙ্কার দিচ্ছেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে তাদের আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ থাকবে না। কারণ আইনের কাছে তারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, বাংলাদেশের সীমানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রেফতার হবেন। প্রতিটি হুঙ্কারে আমরা সংঘবদ্ধ হবো, দেশের জন্য এক কাতারে দাঁড়াবো।" জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্যের অগ্রগতি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, "আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৬টি তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১২টির রিপোর্ট জমা হয়েছে এবং চারটির চার্জ গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে আবু সাঈদ হত্যা ও হাসানুল হক ইনুর মামলাসহ তিনটি মামলার রায় হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, ট্রাইব্যুনালে জমা পড়া ৫৯০টি অভিযোগের মধ্যে প্র সিকিউশন টিম বাছাই করে ১০৯টি মামলা নির্বাচন করেছে। এর মধ্যে ৪৩টি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং ৬টি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। রায়ে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১১ জনের যাবজ্জীবন ও ৩৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে। এছাড়া একজন রাজসাক্ষীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বি চারাধীন আছে ২৬টি এবং রায়ের অপেক্ষায় আরও ৪টি মামলা। পাশাপাশি শাপলা চত্বরের

নারকীয় হত্যাযজ্ঞ , ফ্যাসিজমের সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং জেলায় জেলায় সংঘটিত জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিষয়েও তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। জুলাই চেতনা নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন , যারা জুলাই চেতনা নিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি করছেন , তাদের সমালোচনা করে একটি তুর্কি লোক কবিতার উদাহরণ টানেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, "চুন খেয়ে গাল পুড়লে, দই দেখলে ভয় লাগে। জুলাই নিয়ে যখন আপনারা কথা বলেন, তখন সন্দেহ তৈরি হয়, এটা কি চেতনা ধারণ করে, নাকি পলিটিক্স করার জন্য? গণভোটের মধ্যে প্রতারণামূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে যখন রাজনীতি করা হয় , তখন ভয় লাগে এটা কি জুলাইয়ের চেতনা বাস্তবায়ন , নাকি অন্য কোনো পথে হাঁটার সুর ?" তিনি জুলাই চেতনা ধারণ করে ফ্যামিলি কার্ড , কৃষি কার্ড, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

জোট মিত্রদের প্রতি সতর্কবার্তা

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার তাগিদ দিয়ে রাজনৈতিক মিত্রদের উদ্দেশ্যে মো. আসাদুজ্জামান বলেন , 'বিএনপির বাইরে গিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেছিলেন , তার পরিণাম কী হয়েছিল? বিএনপি তার প্রতিদান দিয়েছিল , আপনাদের গাড়িতে ফ্ল্যাগ (পতাকা) দিয়েছিল। আর আওয়ামী লীগ প্রতিদান দিয়েছে , আপনাদের নেতাদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। আমরা পরীক্ষিত রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও জোট হিসেবে সামনের দিকে এগোতে চাই।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন , প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় সরকার তাকে ফেরানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশে ফিরলে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চলছে। বর্তমানে ৫৯০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং আরও ১২টি মামলার তদন্ত শেষ হয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের অপেক্ষায় আছে। প্রয়োজন হলে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা , প্রসিকিউটর, তদন্তকারী কর্মকর্তা ও লজিস্টিক সহায়তা আরও বাড়ানো হবে, যেন দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা যায়। আওয়ামী লীগের দলগত বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন , এ দাবিতে বিএনপি শুরু থেকেই সোচ্চার ছিল। পরবর্তীতে আইন সংশোধনের মাধ্যমে দলগত বিচারের আইনি ভিত্তিও তৈরি হয়েছে। সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিরোধী দলের উদ্দেরশ্য তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদ ঠেকাতে সরকার সংবিধান সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিটিতে বিরোধী দলের জন্য এখনো পাঁচটি আসন খালি রাখা হয়েছে। তিনি তাদের আলোচনায় ফিরে আসার আহ্বান জানান। জুলাইযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের জন্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, প্রতিটি শহিদ পরিবারের জন্য এককালীন ৩০ লাখ টাকা, 'ক' শ্রেণির আহতদের ৫ লাখ টাকা, 'খ' শ্রেণির আহতদের ৩ লাখ টাকা এবং 'গ' শ্রেণির আহতদের ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শহিদ পরিবার ও আহতদের জন্য মাসিক ভাতাও চালু করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের প্রয়োজনে বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হবে। জুলাই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান , আগামী ৫ আগস্ট জুলাই স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন , সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। তবে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্বার্থে যে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা আইন অনুযায়ী কার্যকর হবে। সীমান্ত ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি বলেন , বর্তমান সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মান , মর্যাদা ও সমতার ভিত্তিতে। সরকারের নীতি- 'সবার আগে বাংলাদেশ'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সরকারি হিসাব অনুযায়ী গেজেটভুক্ত শহিদের সংখ্যা ৮৪৩ জন এবং আহতসহ স্বীকৃত জুলাইযোদ্ধার সংখ্যা ১৫ হাজার ২১২ জন। শহিদদের ঘটনায় ৭৫১টি হত্যা মামলা, একটি অপমৃত্যু মামলা, ৩৩টি সিআর মামলা এবং ৪৮টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন , জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ, আহত ও নির্যাতিত প্রত্যেক মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখার আহ্বান রিজভীর

বন্যার পানি না কমা পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, কয়েকদিনের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বন্যাকবলিত বাহারছড়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণকালে তিনি এ আহ্বান জানান। রিজভী বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছে। এ অবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া হলে বন্যার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে ? তিনি বলেন , কয়েকদিনের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষ দেরও এগিয়ে আসা উচিত। তিনি জানান , বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি , গবাদিপশু ও কৃষিজমির ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকার কাজ করছে। এর আগে , রিজভী বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। পরে তিনি আনোয়ারা ও সাতকানিয়া উপজেলায়ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সরকারের প্রধান নীতিগত অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, যুবসমাজের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের প্রধান নীতিগত অগ্রাধিকার। উৎপাদনশীল, আত্মনির্ভর, বৈষম্যহীন ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার দক্ষতা উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মপরিবেশের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। আগামীকাল ‘বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস-২০২৬’ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের আহ্বানে ২০১৫ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের তরুণদের উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তরের যে সুদূরপ্রসারী দর্শন ও কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, বর্তমান সরকার সেই ধারাবাহিকতাকে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী রূপ দিচ্ছে। সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মানবসম্পদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, আমাদের যুবসমাজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। তাদের দক্ষতা, উদ্ভাবনী সক্ষমতা ও পেশাগত যোগ্যতা বিকশিত করা গেলে দেশের শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হবে। একইসঙ্গে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

এদের খুঁটির জোর কোথায়? ফেসবুকে জামায়াত আমির

চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারে চাঁদা দাবিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন জামা য়াতে ইসলামীর আমির ডা . শফিকুর রহমান। তবে তাদের কঠিন শাস্তি হবে কিনা , তা নিয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। হামলাকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, “এদের খুঁটির জোর কোথায়? এই লক্ষণ খুব ভালো নয়। ” মঙ্গলবার সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এসব কথা লেখেন। জামায়াত আমির লিখেছেন , “চট্টগ্রাম নগরীতে এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাণ্ডব চালানো দুর্বৃত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে তা প্রকাশ করুন। তাদের পাকড়াও করে আইনের আওতা য় আনুন। জানি না, কঠিন শাস্তির বিধান হবে কি না। লক্ষণ খুব ভালো নয়। ” দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি লেখেন , “জনগণকেই এখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ সরকার কোনো কার্যকর নিরাপত্তা দিতে পারছে না। একের পর এক অভিনব ঘটনা ঘটেই চলছে।”(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ এলিনা)

ড. ইউনূসের ৬৬৬ কোটি টাকা কর মওকুফের খবর ভিত্তিহীন

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ৬৬৬ কোটি টাকার কর মওকুফ বা মামলা তুলে নে ওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি জানান, গ্রামীণ কল্যাণের কর-সংক্রান্ত মামলাটি এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এক ব্রিফিংয়ে ব্যারিস্টার মামুন জানান , ২০০৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে পাওয়া মুনাফার ওপর গ্রামীণ কল্যাণ এরই মধ্যে ১৫ শতাংশ হারে উৎস কর বা ট্যাক্স অ্যাট সোর্স পরিশোধ করেছে। তবে ২০১৭ সালে একজন জয়েন্ট কমিশনার তার এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে বেআইনিভাবে পুনরায় এ ৬৬৬ কোটি টাকা কর আরোপ করেন। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গ্রামীণ কল্যাণের দায়ের করা দুটি রিট মামলা বর্তমানে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি আরও জানান, ড. ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দে ওয়ার পরই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান কোম্পানি আইনের ২৮ ধারায় পরিচালিত অলাভজনক সংস্থা , যার কোনো ব্যক্তিমালিকানা নেই। তাই কর ফাঁকি বা মওকুফের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত খবরগুলো সম্পূর্ণ গুজব ও বিভ্রান্তিকর।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ এলিনা)

জুলাই স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির তথ্য পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে : সংস্কৃতিমন্ত্রী

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জুলাই স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির তথ্য পেলে ব্যবস্থা নে ওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। এছাড়াও আগামী ৫ আগস্টের মধ্যেই এ জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে

বলেও জানান তিনি। মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি। সংস্কৃতিমন্ত্রী জানান, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের জন্য নতুন পরিচালনা কমিটি করা হয়েছে। জনবল নিয়োগের পাশাপাশি, কিছু নির্মাণকাজ এখনও চলছে। তাই উদ্বোধনে একটু সময় লাগছে। তবে সব কাজ শেষ করে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তার সময় পাওয়া সাপেক্ষে খুব দ্রুতই জুলাই গণ -অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে। এসময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি উদ্যাপনে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট প্রতিদিন আয়োজন থাকছে।'(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৪.০৭.২০২৬ এলিনা)

আগামী শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারিতে এসএসসি ও জুনে এইচএসসি পরীক্ষা : সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা জানুয়ারি মাসে এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ) মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ মঙ্গলবার সংসদে কক্সবাজার-৩ আসনের সরকারি দলের সদস্য লুৎফুর রহমানের এক তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমান সরকার শিক্ষাবর্ষকে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধাপে ধাপে শিক্ষাবর্ষের শুরু ও পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা এবং শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক সময়ের অপচয় কমানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার পর্যায়ক্রমে পাবলিক পরীক্ষা আরও আগাম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

চলতি অর্থবছরেই ৪১ লাখ ফ্যামিলি কার্ড দেবে সরকার

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ১ কোটি ৬১ লাখ পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরেই সারা দেশে ৪১ লাখ নতুন ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দেশব্যাপী সমন্বিত পরিবার শুমারি পরিচালনা করে আধুনিক ডাটাবেজ তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। মঙ্গলবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের ২৪তম দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রশ্নের জবাবে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনের পক্ষে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমিন পুতুল এ তথ্য জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৪৪ জেলার ৫৫ উপজেলায় তিন ধাপে ৫৬টি ইউনিটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৬৯ হাজার ৩৮৭টি নারী-প্রধান পরিবারের নামে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। তিনি জানান, চলতি অর্থবছরের শুরুতেই সারা দেশে সমন্বিত পরিবার শুমারি পরিচালনা করা হবে। এর আওতায় ৪ কোটি ১০ লাখ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শুমারির তথ্যের ভিত্তিতে প্রক্সি মিনস টেস্ট স্কোর ব্যবহার করে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে এবং ২০২৯-৩০ অর্থবছরের মধ্যে ১ কোটি ৬১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ৪১ লাখ নতুন ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং 'ফ্যামিলি কার্ড শুমারি নির্দেশিকা, ২০২৬' জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া 'ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৬'-এর খসড়া মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পর গেজেট প্রকাশের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদফতরে পাঠানো হয়েছে। ঢাকা-১৮ আসনের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান, পাইলট পর্যায়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কড়াইল, সাততলা, ভাসানটেক, অলিমিয়ার টেক ও বাগানবাড়ী বস্তি এলাকার কিছু অংশে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উত্তরা ও সংলগ্ন এলাকায় পরিবার শুমারি শেষে চলতি অর্থবছরেই ব্যাপকভাবে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হবে। শুমারি শেষ হলে ওয়ার্ডভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকাও সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের দপ্তরে সরবরাহ করা হবে বলে জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতেই ধাপে ধাপে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষামন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সমালোচনা করে তার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। মঙ্গলবার বিকেলে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার সি-এ অফিস বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এনসিপির আয়োজিত জুলাই পথসভায় তিনি এ দাবি জানান। সভায় দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলমসহ নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত। তিনি এ বক্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান। পথসভায় তিনি বিএনপিরও সমালোচনা করেন। তার অভিযোগ, দলটির নেতাকর্মীরা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে সরে এসে ভারতের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। তিনি শেখ হাসিনার শাসনামলে বগুড়ায় গুম ও হত্যার ঘটনার বিচার দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে বিএনপি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগের বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হলে

সে বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না বলেও মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিডি ক্লিন প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিডি ক্লিনের প্রতিনিধিদল। আজ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিডি ক্লিনের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব কে এম নাজমুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সাক্ষাৎকালে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিডি ক্লিনের চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিডি ক্লিনের সাবেক প্রধান সমন্বয়ক চম্পা আক্তার, জহিরুল ইসলাম রবি এবং বর্তমান প্রধান সমন্বয়ক মাসুদুর রহমান। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিডি ক্লিনের স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি এ ধরনের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় বিডি ক্লিনের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজধানী ঢাকাকে আরও পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মকভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনা দেশে আসলেই তাকে গ্রেফতার করে রায় বাস্তবায়ন করা হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে আসলেই তাকে গ্রেফতার করে রায় বাস্তবায়ন করা হবে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার রাতে জাতীয় সংসদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ সব কথা জানান। জাতীয় নাগরিক পার্টির সংসদ সদস্য আখতার হোসেনের তোলা এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানান। তিনি জানান, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণের সুযোগ নাই। তিনি দেশে ফিরলেই গ্রেফতার করা হবে। এ সময় শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কয়েক দফা ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষাই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার : মাহদী আমিন

চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নিয়ে দেশজুড়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ ও প্রশ্নগুলোর জবাবে পরীক্ষার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি স্পষ্ট করেছেন, শিক্ষার্থীদের মেধা, স্বপ্ন ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করে এবং তাদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। মঙ্গলবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক দীর্ঘ স্ট্যাটেসে তিনি এসব কথা বলেন। পোস্টে মাহদী আমিন লিখেছেন, “দেশজুড়ে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা-২০২৬ চলমান রয়েছে। বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে কেন এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদ্বেগ ও প্রশ্ন রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও যথেষ্ট ভেবেছে। পারিপার্শ্বিক সব পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে, বর্তমানে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারী বর্ষণের কারণে সাময়িক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে জানা গেছে, দেশজুড়ে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।” তিনি বলেন, “পরীক্ষার্থীরা আমাদের সন্তানতুল্য। তাদের ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন ও মানসিক অবস্থার গুরুত্ব সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করে। জনগণের নির্বাচিত সরকার হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশে পরীক্ষা নিশ্চিত করা একটি দায়বদ্ধতা। পরীক্ষার্থীদের যেন কোনো দুর্ভোগ না হয়, সেটি যেমন সরকারের লক্ষ্য, ঠিক তেমনি তাদের দীর্ঘদিনের পাঠ্যক্রম ও মানসিক প্রস্তুতিকে মূল্যায়ন করে যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সম্পন্ন করাও দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষাই অগ্রাধিকার। এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিগত কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছে। আজ সকালেও বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সর্বসম্মত মতামত এসেছে যে, চট্টগ্রাম বোর্ড ব্যতীত দেশের সকল বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় পরীক্ষা নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। তবে একইসাথে সীমিতসংখ্যক হলেও, যে-কোনো শিক্ষার্থীর ভোগান্তি কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

বুধবার লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবি নিয়ে দিনভর চলা আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল বুধবার আবারও দাবিগুলো নিয়ে লংমার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় জাতীয় সংসদের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউয়ে সাংবাদিকের এ তথ্য জানায় শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা। শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হাজারীবাগ সরকারি কলেজ শিক্ষার্থী ফয়েজ আহমেদ বলেন, “আজকের মতো

আমরা আমাদের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করছি। আগামীকাল আবারও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, আগামীকাল পরীক্ষা স্থগিত ও রুটিন পুনরায় নির্ধারণসহ লংমার্চ কর্মসূচি পালন করবো। এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা শিক্ষাবোর্ড ঘেরাও করবো। তারপর আবার সংসদ ভবনের সামনে আসবো। বিস্তারিত আলোচনা করে রাতের মধ্যে সাংবাদিকদের জানানো হবে।" (রেডিও টুডে ওয়েবপেজ:১৪.০৭.২০২আসাদ)

BBC

EUROPEAN AIRLINES WARNED AGAINST FLYING OVER GULF STATES AIRSPACE

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) is warning airlines against operating within the airspace of Bahrain, Kuwait, Qatar, the UAE, and over the waters of the Gulf of Oman. It says "unpredictable military developments, combined with the possible use of missiles, drones, combat aircraft and air-defence systems" within the region have created a "high risk" to flights. The latest advisory is valid until 29 July, the EASA says, adding it will closely monitor the situation. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

MORE EXPLANATIONS REPORTED IN SOUTH-WEST IRAN: STATE MEDIA

Iranian state media have reported explosions near the city of Mahshahr, as well as Abadan, in south-west Iran. Fars news agency cited comments from Valuollah Hayati, the deputy security governor of Khuzestan province. Local media earlier reported US strikes hit the port city of Bushehr, which hosts the country's only civilian nuclear power plant. Deputy provincial governor Ehsan Jahanian said four points in the city were hit "by enemy projectiles", according to state-run IRNA. Jahanian said the strikes took place "in different areas" of the city. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

FIRE ONBOARD TANKER HIT BY 'UNIDENTIFIED EXTERNAL DEVICE' OFF OMANI COAST

A tanker struck by an explosion caused by "an unidentified external device" off the coast of Oman has said a fire took hold in the engine room, but no one was hurt in the incident. The Stolt Magnesium was passing through the Arabian Sea when it was hit, according to the shipping company. Stolt says it has contacted the next of kin of the vessel's crew and "All relevant authorities and parties" have also been informed. The company confirmed it was the same vessel referred to in a report received by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO), which said a tanker was hit by "an unknown projectile" off the coast of Qalhat in Oman last night. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

EXPLOSIONS HEARD IN MULTIPLE LOCATIONS: IRANIAN STATE MEDIA

Several explosions have been heard near the port city of Bandar Abbas, according to Iranian state media. The state-run IRNA has also said four locations were hit by projectiles in the city of Bushehr, with the Fars news agency saying residents have reported hearing multiple explosions. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

INDIA SUMMONS IRANIAN AMBASSADOR OVER ATTACKS THAT KILLED INDIAN CREW MEMBER

India's Ministry of External Affairs says one Indian crew member was killed and 20 others were injured in Iranian attacks on two vessels in the Strait of Hormuz. Two tankers - named in the statement as the "Al Bahiyah and Mombasa" - carrying a combined 46 crew members, were struck by Iranian cruise missiles of the coast of Oman overnight. One of 12 Indian nationals onboard the Al Bahiyah was killed in the attack, while another was injured, according to a statement issued on X by ministry spokesperson Randhir Jaiswal. There were 18 Indian nationals onboard the Mombasa, of which nine sustained injuries, including two who are reported to be seriously injured, it adds. India's Ministry of External Affairs says it has summoned the deputy ambassador of Iran to lodge "a strong protest against these attacks". "We strongly condemn these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz," the statement adds. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

THREE KILLED IN US STRIKES IN IRAN: STATE MEDIA

Three people have been killed in the US strikes in Iran overnight, according to Iranian state media. The attack took place in Hormozgan province, the Fars news agency says, which is in the south of the country. Posting on Telegram, state broadcaster IRIB added the family of an environmentalist were the victims of the strike. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

EUROPEAN STOCK MARKETS FALL AS OIL PRICES RISE

European stock markets have fallen again on Tuesday as investors continue to keep a wary eye on the latest escalation of hostilities between the US and Iran. In the UK, the FTSE 100 index is down 0.6%, while Germany's Dax index is 0.7% lower and France's Cac 40 has fallen 0.9%. Oil prices have continued to rise, with benchmark Brent crude up more than 3% at $86.07 a barrel. The price had fallen close to $70 a barrel earlier this month when a peace agreement appeared to be holding. However, despite the latest increases, prices are still well below the $120 a barrel mark Brent reached at the end of April.
(BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

BAHRAIN INTERCEPTS A NUMBER OF IRANIAN STRIKES

Bahrain's military command says it intercepted a number of air strikes fired by Iran towards its territory in Tuesday morning. It accuses Iran of continuing it's "hostile" approach and claims its attacks are targeting Bahraini civilians - which it says constitutes a "flagrant violation" of international law. Earlier, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it had hit and destroyed a number of US targets within Bahrain, including several weapons depot's, a satellite communications centre, a building that housed US forces and a US Navy air traffic control radar. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

YEMEN'S HOUTHIS LAUNCH MISSILES AT SAUDI ARABIA AFTER STRIKES ON SANAA AIRPORT

Yemen's Houthis said they launched missiles at Abha airport in south-western Saudi Arabia on Monday in response to air strikes on Sanaa's airport that they blamed on the kingdom. The Saudi-led coalition in Yemen, which backs the country's internationally-recognized government, said its air defences "dealt with" the missiles and no casualties were reported. The Houthis, who control north-western Yemen and are backed by Iran, earlier accused Saudi Arabia of "blatant aggression", saying it had struck the runway of Sanaa's airport. The strikes was claimed by Yemen's government, which said it wanted to prevent an Iranian plane from landing. (BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

EU BANS GOLD IMPORTS FROM SUDAN TO CURB MONEY FINANCING THE WAR

The European Union (EU) has banned the purchase, import and transfer of gold from Sudan, saying the trade has become a key source of financing for the country's civil war that erupted in April 2023. The conflict between the regular army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has triggered one of the world's worst humanitarian crises, forcing more than 14 million people from their homes. Sudan is one of Africa's largest gold producers and its vast reserves have become a crucial source of revenue for both sides, according to rights groups. EU foreign ministers approved the measures alongside a ban on exports to Sudan of mercury and cyanide, chemicals widely used in gold mining. According to UN experts and other analysts, more than half - and by some estimates as much as 70% - of Sudan's gold is smuggled out of the country each year.
(BBC News Web Page: 14/07/26, FARUK)

:: THE END ::